NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ‘পশ্চিমবঙ্গের মডেল’ কি এখন রাজনীতির ভাষা

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী-জয়শঙ্কর ৭

কলকাতা ২৯ নভেম্বর ২০২৪ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.11.2024, Vol.18, Issue No. 168 8 Pages, Price 3.00

সন্ন্যাসী চিন্ময়ের মুক্তির দাবিতে সরব হাসিনা

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারিতে জ্বলছে বাংলাদেশ। দিকে দিকে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করছেন হিন্দুরা। এবার হিন্দু সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তারিতে সোচ্চার হলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবিতে সরব হয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে মুজিবকন্যা তথা দলনেত্রীর বিবৃতি প্রকাশ করে আওয়ামি লীগ। সেখানে বলা হয়েছে, ‘বর্তমান ক্ষমতা দখলকারীরা সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ, মানুষের

জীবনের নিরাপত্তা দিতেও ব্যর্থ। সাধারণ মানুষের উপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এইসব নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানাই। সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের একজন শীর্ষ নেতাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে। চট্টগ্রামে মন্দির পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে মসজিদ, মাজার, গির্জা, মঠ এবং আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি আক্রমণ করে ভাঙচুর ও লুটপাট করে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।’

হাসিনা নিজের বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ‘চট্টগ্রামে একজন আইনজীবীকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে খুঁজে বের করে দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।’

হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে। চলতি নভেম্বর মাসে তা আরও লাগামছাড়া হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৫ নভেম্বর ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করেন চট্টগ্রামের এক মুসলিম ব্যবসায়ী। ইসকনকে ‘জঙ্গি সংগঠন’-এর তকমা দেন তিনি। যার পরই স্থানীয় হিন্দুদের বিক্ষোভে কার্যত রণক্ষেত্রের রূপ নেয় চট্টগ্রাম। সেই বিক্ষোভ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর মাঝেই ইসকন মন্দিরের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু ওরফে চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা আনা হয়েছে। খারিজ হয়েছে জামিন। যা নিয়ে হিন্দুদের বিক্ষোভে উত্তাল বাংলাদেশ।

এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশে ইসকনকে নিষিদ্ধের দাবিতে মামলা হয় আদালতে। বৃহস্পতিবার সেই মামলা খারিজ হয়ে যায়। ফলে মৌলবাদীদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল বিচার ব্যবস্থার কড়া সিদ্ধান্তে। ইসকনকে নিষিদ্ধের দাবিতে পদ্মাপাড়ের সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান বুধবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশিস রায় চৌধুরীর বেঞ্চে রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। সেই দাবি ধোপে টিকল না আপাতত।

সাত জনের ফাঁসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রেমঘটিত কারণে প্রথমে খুন। তার পর মৃতের হাত-পা এবং মুণ্ড কেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এ দিক-সে দিক। ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছিল শরীর থেকে হাত-পা, মুণ্ড কাটার সেই দৃশ্যও। তদন্তে নেমে মৃতের কাটা হাত-পা কয়েক দিনের মধ্যে খুঁজে বার করতে পারলেও মুণ্ড খুঁজে বার করতে রীতিমতো কালঘাম ছুটেছিল পুলিশের। সাড়া ফেলে দেওয়া হুগলির সেই বিষ্ণু মাল হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া আট জনের মধ্যে সাত জনকে ফাঁসির সাজা দিল চুঁচুড়া আদালত। এক জনের সাত বছরের কারাদণ্ড।

বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশ নিয়ে ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, তাকেই সমর্থন করবেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিধানসভার অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এ কথা জানালেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘কলকাতার ইসকনের সঙ্গে দু’বার কথা বলেছি। এটা অন্য দেশের বিষয়। এ ক্ষেত্রে দেশের সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে আমি তার সঙ্গে আছি।’ বুধবার সংসদের বাইরে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রায় একই কথা বলেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, বাংলাদেশের ঘটনাকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

অভিষেকের সেই মন্তব্যের সুরেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এ বার দলের অবস্থান জানালেন মমতা। বাংলাদেশের নাম উল্লেখ না-করে তৃণমূলনেত্রী এটাও জানিয়েছেন যে, কোনও ধর্মের উপর অত্যাচার তিনি মানবেন না। তা যদি অন্য দেশেও হয় তা-ও মানবেন না।

গত সোমবার মমতার কালীঘাটের বাড়িতে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠকে অভিষেকও ছিলেন। বৈঠকের নানাবিধ সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট হয়েছিল, তৃণমূলের সংগঠনে মমতাই নিরঙ্কুশ। একমেবাদ্বিতীয়ম! ওই বৈঠকের পর দলেরই কারও কারও মনে হয়েছে, অভিষেকের ভূমিকাকে ‘গৌণ’ করে দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে শাসকদলের মধ্যে আলোচনাও শুরু হয়ে যায়। তবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এ বার মমতা এবং অভিষেককে একই সুরে কথা বলতে শোনা গেল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বিধানসভায় বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশে থাকার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ফের সেকথাই স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। দুঃখপ্রকাশ করে তিনি বললেন, ‘যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। কোও ধর্মের উপরই আঘাত হানা ঠিক নয়। আমরা শান্তির পক্ষে। আমি আবারও বলছি, বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ। এবিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা কেন্দ্র নেবে। প্রয়োজনে দুই দেশের সরকার কথা বলবে। এখানে রাজ্যের কোনও অবস্থানের বিষয় নেই।’

এদিন তিনি বলেন, ‘আমাদের কেন্দ্র সরকারেরও একটা নির্দিষ্ট ধর্ম নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমি সেসবে যাচ্ছি না। আমরা চাই সবাই একসঙ্গে মিলে মিশে থাকুন। মন্দির-মসজিদ-গির্জা সব থাকুক।’ মমতার কথায়, ধর্ম নিয়ে হানাহানি না করে একসঙ্গে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাটাই কাম্য।

নিষিদ্ধ নয় ইসকন, রিট পিটিশন খারিজ হাইকোর্টে

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর: বাংলাদেশে নিষিদ্ধ নয় ইসকন। সে দেশের হাইকোর্টে খারিজ হয়ে গেল রিট পিটিশন। এ দিন আদালতের তরফে জানানো হয়, ইসকন নিষিদ্ধ হবে কি-না সেই সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। শুনানি চলাকালীন আইনজীবী মনির উদ্দিন ইসকনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবি জানান। রিট পিটিশন খারিজ করে দিয়ে বলা হয়, শান্তিরক্ষায় সরকার যাবতীয় পদক্ষেপ করবে। কিন্তু কোনওভাবেই ইসকনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে না। সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, সম্প্রতি হিংসা প্রতিরোধে সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে। সরকার জানিয়েছে, সিসিটিভি বসানো হয়েছে।

ইসকনের সাধু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারির পরই বাংলাদেশে ইসকন নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। হাইকোর্টেও দাবি উঠেছিল। এ দিন বাংলাদেশের হাইকোর্টের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশিস রায় চৌধুরীর বেঞ্চ জানায়, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবামৃত সংঘ নিষিদ্ধ করা হবে কি না, তার সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। এই নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ সঠিক হবে না।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন হেমন্ত সোরেন

উপস্থিত মমতা-সহ গোটা ‘ইন্ডিয়া’

রাঁচি, ২৮ নভেম্বর: চতুর্থবারের জন্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হলেন হেমন্ত সোরেন। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটেয় সেরাজ্যের চতুর্দশ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। মোরাবাদী ময়দানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতৃত্বের সামনেই মসনদে প্রত্যাবর্তন ঘটালেন হেমন্ত। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করালেন রাজ্যপাল সন্তোষকুমার গাঙ্গোয়ার।

এবারের নির্বাচনে বারহায়িত বিধানসভা কেন্দ্রে ৩৯,৭৯১ ভোটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দেন হেমন্ত। লোকসভা নির্বাচনের পর ইন্ডিয়া জোট একের পর এক ধাক্কা খেয়ে চলেছে। এর আগে হরিয়ানায় কার্যত ‘নিশ্চিত জয়’ হাতছাড়া হয়েছে কংগ্রেসের। মহারাষ্ট্রেও মহা বিকাশ অঘাড়ি মহাজুটিকে সমানে সমানে টক্কর দেবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছিল। কিন্তু মারাঠাভূমে একপেশেভাবে জয় পেয়েছে বিজেপি জোট। ইন্ডিয়া জোট কার্যত ধরাশায়ী। সেখানে একমাত্র হেমন্ত সোরেন ইন্ডিয়া জোটের মানরক্ষা করেছেন। গোটা দেশে হতাশার মধ্যে হেমন্তই আশার আলো। সম্ভবত সেকারণেই তাঁর শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানকে মেগা শো হিসাবে তুলে ধরতে চেয়েছে ইন্ডিয়া জোট। আর তাই এদিনে হেমন্তর শপথগ্রহণের মঞ্চ ছিল কার্যতই চাঁদের হাট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সমাজবাদী পার্টি অখিলেশ যাদবও ছিলেন সেখানে।

গত ৩১ জানুয়ারি জমি দুর্নীতি মামলায় আর্থিক তছরুপের মামলায় গ্রেপ্তার হন হেমন্ত। তার আগেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। জেএমএমের চম্পাই সোরেন মুখ্যমন্ত্রী হন। প্রায় পাঁচ মাস জেলে থাকার পর গত ২৮ জুন হেমন্তকে জামিন দেয় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। এর পরই চম্পাই ইস্তফা দিলে মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে কামব্যাক করেন তিনি। এবার নির্বাচনে জিতে নতুন করে মসনদে ফিরলেন তিনি।

দলীয় অবস্থান ঠিক করবে সংসদীয় নেতৃত্ব

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: সংসদে দলের অবস্থান কোনও ‘ব্যক্তিবিশেষ’-এর বিষয় নয়। জানিয়ে দিলেন সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মমতা বলেন, ‘পার্লামেন্টে স্ট্যান্ডটা আমাদের কারও ইন্ডিভিজুয়্যাল ম্যাটার নয়।’ অর্থাৎ, সংসদে অবস্থান কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিষয় নয়। তার পরেই

মমতা জানিয়ে দেন, ওই বিষয়ে অবস্থান নেবে তৃণমূলের সংসদীয় দল। সেই সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন যে তিনিই, তা-ও ঘোষণা করেন মমতা। পাশাপাশিই তিনি দলের অবস্থান ঠিক করার বিষয়ে লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে পাঁচ সাংসদের নামও ঘোষণা করে দিয়েছেন।

হুমায়ুনকে সাক্ষাতে কম কথা বলার পরামর্শ দিলেন মমতা

তাড়াতাড়ি শো কজের জবাব দিতেও বলা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলের তরফে শো কজ করার পরের দিনই ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে কম কথা বলার পরামর্শ দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন হুমায়ুন। তার পর তিনি জানান, তাঁকে দ্রুত শো কজের জবাব দিতে বলেছেন মমতা। নেত্রীর নির্দেশ মেনে শীঘ্রই সেই জবাব দেবেন বলেও জানিয়েছেন হুমায়ুন। একই সঙ্গে মমতা তাঁকে কম কথা বলার পরামর্শও দিয়েছেন বলে জানান তিনি। বুধবার হুমায়ুনকে শো কজ করেছে তৃণমূল। শাসকদল সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলনেত্রীর নির্দেশ অমান্য করে দল নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করার কারণে এই পদক্ষেপ। ইমেলের মাধ্যমে শো কজের চিঠি পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে এসে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় শো কজের চিঠি হাতে পেয়েছেন হুমায়ুন। তার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তাঁকে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর

ঘরে নিয়ে যান। তৃণমূলের পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, মমতার সঙ্গে কথা বলেছেন হুমায়ুন। মমতার সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে তৃণমূল বিধায়ক বলেন, ‘দিদি আমাকে বলেছেন, অত কথা বলো কেন? একটু কম কথা বলো। আর তাড়াতাড়ি শো কজের জবাব দাও। বাকি কথা পরে হবে।’ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে শীঘ্রই শো কজের জবাব দেবেন বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন। শো কজের জবাব দেওয়ার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছে তাঁকে। বুধবার অবশ্য তিনি বলেছিলেন, ‘আমার কথায় যদি দলের অস্বস্তি হয়, তা হলে আমি তার জবাব দেব।’

তৃণমূলের পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, অরূপ বলেছেন, প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করার আগে হুমায়ুন নিজের সমস্যার কথা যেন তাঁকে জানান। হুমায়ুন তাঁকে জানিয়েছেন, এর আগে ফিরহাদ হাকিমকে নিজের সমস্যার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি।

স্বাস্থ্যসাথীর অপব্যবহার নিয়ে আক্রমণাত্মক মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের এক বার আরজি কর আন্দোলন পর্ব নিয়ে আক্রমণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আরজি করের ঘটনার সময় অনেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অপব্যবহার করেছেন। আমাদের কাছে প্রমাণও রয়েছে। জনগণের অর্থ যাঁরা নয়ছয় করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে!’

বৃহস্পতিবার ছিল বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনের চতুর্থ দিন। প্রথমার্ধ শুরু হয় প্রশ্নোত্তর এবং ‘কলিং অ্যাটেনশন’ পর্ব দিয়ে। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা প্রশ্ন করেন, ‘আমরা শুনেছি, আরজি কর-কাণ্ডের সময় অনেকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অপব্যবহার করেছেন। স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। সে ব্যাপারে কি রাজ্য জানে?’ এই ঘটনায় রাজ্য কী পদক্ষেপ করবে, তা-ও জানতে চান সমীর। জবাবে মমতা বলেন, ‘সহজ-সরল মনে বিশ্বাস করি, কিন্তু অন্তত এক শতাংশ মানুষ অপব্যবহার করেই! আরজি করের ঘটনার সময় অনেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অপব্যবহার করেছেন। আমাদের কাছে প্রমাণও রয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের টাকা কিন্তু আমার-আপনার নয়। ওই টাকা জনগণের। জনগণের অর্থ যাঁরা নয়ছয় করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ওই ঘটনায় প্রথম দফার তদন্ত হয়েছে। মিলেছে নানা সূত্র। আরও এক বার সবটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির সময় স্বাস্থ্যসাথী খাতে সরকারের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হয়। অভিযোগ ওঠে, সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতিতে থাকা চিকিৎসকেরা বেসরকারি হাসপাতালে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করে গিয়েছেন। তার জেরেই স্বাস্থ্যসাথীতে খরচ বৃদ্ধি। মমতার বুধবারের মন্তব্য স্বাস্থ্যসাথীর ‘অপব্যবহার’-এর অভিযোগকে মান্যতা দিল বলে অনেকে মনে করছেন।

ট্যাব-কাণ্ড নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাব-কাণ্ড নিয়েও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ট্যাব দিতে ১৬০০ কোটি টাকা দিয়েছিলাম। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থানের জামতাড়া গ্যাং সেই টাকা তছরুপ করেছে। আমরা ট্যাব-কাণ্ডে জড়িতদের কান ধরতে পেরেছি। খুব শীঘ্রই মাথাও ধরতে পারব। পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই এত দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত করার জন্য।’ উল্লেখ্য, সরকারি স্কুলের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার জন্য ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকল্পের অধীনে এককালীন ১০ হাজার টাকা করে দেয় সরকার। কিন্তু অভিযোগ, এ বছর রাজ্যের অনেক পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা ঢোকেনি। বরং তা চলে গিয়েছে অন্য কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। টাকা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা তুলেও নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ।

দাদার মতোই ‘সংবিধান’ হাতে নিয়ে শপথ নিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: পরনে সাদা-সোনালি রংয়ের কেরালা কটনের শাড়ি। চোখে চশমা। দূর থেকে এক ঝলকে দেখলে ইন্দিরা গান্ধি বলে ভ্রম হতে পারে। বৃহস্পতিবার সাংসদ পদে শপথ নিলেন কেরলের ওয়েনাড় থেকে জিতে আসা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। তিনিও দাদা রাহুল গান্ধির মতোই সংবিধানের ‘রেড বুক’ হাতে নিয়ে শপথবাক্য পাঠ করলেন।

প্রায় ২ দশক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির ময়দানে থাকলেও এই প্রথম সরাসরি ভোট রাজনীতিতে নেমেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। দাদা রাহুল গান্ধির ছেড়ে আসা কেরলের ওয়েনাড় আসন থেকে লোকসভার লড়াইয়ে নামেন তিনি। বলা বাহুল্য, ওয়েনাড়বাসী ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কাকে। প্রথমবার ভোট ময়দানে নেমেই দাদা রাহুলের জয়ের ব্যবধানকে ছাপিয়ে গিয়েছেন তিনি। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ওয়েনাড় থেকে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজারের বেশি ভোটে জেতেন রাহুল গান্ধি। সেখানে প্রিয়াঙ্কা জিতেছেন ৪ লক্ষেরও বেশি ভোটে। কেরলবাসীর এই সমর্থনকে সম্মান জানাতেই সম্ভবত প্রিয়াঙ্কা শপথ নিলেন কেরলের বিখ্যাত কেরালা কটনের শাড়ি পড়ে। এই শাড়িটি কাসাভু শাড়ি নামে পরিচিত।

প্রিয়াঙ্কার শপথের সময় তাঁর হাতে ছিল সংবিধানের ‘রেডবুক’। রাহুল গান্ধিও একইভাবে সংবিধানের রেড বুক হাতে নিয়েই সাংসদ পদে শপথ নেন। আসলে ‘সংবিধান বাঁচাও’ স্লোগান দিয়ে লোকসভায় সাফল্য এসেছিল। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারপর্ব থেকে রাহুল গান্ধি প্রায় প্রতিটি সভায় একটি সংবিধানের ‘রেড বুক’ নিয়ে ভাষণ দেন। এবার প্রিয়াঙ্কাও সেই রীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রিয়াঙ্কার শপথের ফলে সংসদে একসঙ্গে প্রবেশ করছেন কংগ্রেসের ৩ গান্ধী। রাহুল গান্ধী রায়বরেলি থেকে সাংসদ হিসাবে লোকসভায় রয়েছেন। প্রিয়াঙ্কাও ওয়ানড় থেকে জিতে সংসদে এলেন। প্রথমবার ভাই-বোন একসঙ্গে লোকসভায় বিজেপিকে আক্রমণ করবেন। সোনিয়া গান্ধী আগেই রাজ্যসভায় গিয়েছেন।

এদিন প্রিয়াঙ্কার শপথের পরই অবশ্য সংসদ অধিবেশন স্থগিত হয়েছে। আদানি ইস্যুতে আগের দুদিনের মতো এদিনও হট্টগোল বাধায় বিরোধী শিবির। শেষ পর্যন্ত সংসদের দুই কক্ষই মুলতুবি করে দিতে হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২৪ S.D.E.M., চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Sekh Kader S/o. Sekh Sahebjan ও Sk Kader S/o. Sk Sahebjan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Sk Asraf Ali S/o. Sk Yousuf Ali ও Sk Asraph Ali S/o. Yousuf Asraph সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sunil Kumar Saha (old name) S/o. Nibaran Saha R/o. P.O. & P.S. Pandua, Dist. Hooghly, Pin 712149, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sunil Saha (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sunil Kumar Saha & Sunil Saha S/o. Nibaran Saha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

29/10/2024 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (1st Class) Krishnagar Nadia কোর্টের এফিডেভিটড বলে Sanjay Biswas S/o. Late Santosh Biswas and Samir Biswas S/o. Debendra Nath Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী বামা চরন চ্যাটার্জী, ২)শ্রী তারা চন্দ্র চ্যাটার্জী ৩)শ্রীমত্যা জয়া মুখার্জী স্বামী ৺ভবতোষ মুখার্জী সকলের পিতা ৺সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জী সকলের সাকিম বৈকুণ্ঠপুর এস.পি. মুখার্জী রোড, পোঃ ত্রিবেনী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, ৪)শ্রীমতী মীরা চৌধুরী স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন চৌধুরী পিতা ৺সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জী সাকিম দেবানন্দপুর ২ নং মালিক পাড়া, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, ৫) শ্রী দেবাশীষ ব্যানার্জী পিতা ৺পবিত্র কুমার ব্যানার্জী সাকিম উসুমপুর বটতলা, পোঃ আগড়পাড়া, থানা ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১০৯ দাতাগন বিগত ইং 07/08/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7429/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী সত্য গোপাল বনিক পিতা হৃষিকেশ বনিক সাকিম বাসুদেবপুর কাঁচপুকুর পাড়, পোঃ ত্রিবেণী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দুইটি দলিল মূলে যথা ১)বিগত ইং 28/06/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7089/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী অমর সরকার পিতা ৺প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার সাকিম বৈকুন্ঠপুর আমতলা, পোঃ ত্রিবেনী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে ০২ কাঠা বা কমবেশী ০.০৩৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করেন এবং 2)বিগত ইং 22/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2000/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী বাপ্পা মন্ডল পিতা ৺দিলীপ মন্ডল সাকিম বেনীপুর, রবীন কলোনী, পোঃ ত্রিবেনী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে ০১ কাঠা ১১ ছটাক, ৩৮ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০২৮৭ একর সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিবেনী বৈকুণ্ঠপুর, ৩৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৪৭৪/২ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৪৬ তথা হাল এল.আর. ১৬২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০.৮৭৭ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১) শ্রী অমর সরকার পিতা ৺প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার ও ২) শ্রী বাপ্পা মন্ডল পিতা ৺দিলীপ মন্ডল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগন ঃ শ্রীমতী রীতা কুমার, স্বামী- শ্রী অরুন কান্তি কুমার, ঠিকানা- সাং ও পোঃ- খামারচন্ডী, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৫, প.ব., এনার পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা- শ্রী কার্ত্তিক হাজরা, পিতা- শ্রী অশোক হাজরা, সাং-কুলতেঘরী, পোঃ- কেশবচক, থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, প.ব., সম্পত্তির পরিমান-১২(বারো) শতক, কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা- কুলতেঘরী, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং -১৪৫৮, আর.এস. দাগ নং- ৪৭৯, এল.আর. দাগ নং-১০৬৪, শ্রেনী- শালি, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং- MN/ 2024/0608/1703, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ২৬.১১.২০২৪ তারিখ হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট, রেজি ঃ নং. ঃ F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর, হুগলী, পিন-৭১২৪১০
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগন ঃ (১) শ্রীমতী অঞ্জনা কর্মকার, স্বামী- শ্রী অরুপ কুমার কর্মকার, ঠিকানা- সাং ও পোঃ- মোক্তারপুর, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪০১, প.ব., (২) শ্রীমতী মৌপ্রিয়া বেরা, স্বামী- শ্রী অমিয় কুমার বেরা, ঠিকানা- সাং- মির্জাপুর, পোঃ-আলাটি, থানা-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১৪, প.ব., এনাদের পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা- শ্রী চঞ্চল ভৌমিক, পিতা- শ্রী চন্ডীচরন ভৌমিক, সাং-কৃষ্ণবাটী, পোঃ- কুলবাতপুর, থানা- পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১৪, প.ব., সম্পত্তির পরিমান-৯.৭৮ (নয় দশমিক সাত আট) শতক, শালি সম্পত্তি, কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা-কুলতেঘরী, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং যথাক্রমে-১৪৮৪, ১৪৮৫, (১) আর.এস. দাগ নং-১৫৩৭, এল.আর. দাগ নং-১৮৪৬, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং (1) MN/2024/0608/1281, (2) MN/2024/ 0608/1282, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ২৬.১১.২০২৪ তারিখ হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট, রেজি ঃ নং. ঃ F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর, হুগলী, পিন-৭১২৪১০
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ(সিনিয়র ডিভিশন) দ্বিতীয় আদালত,চুঁচুড়া
রেফাঃ- দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং ১৮৩/২০২২
বাদী: শ্রী তুষার কুমার ব্যানার্জী
বনাম
বিবাদী: শ্রী তরুন ব্যানার্জী দীং
১) শ্রী তরুন কুমার ব্যানার্জী, পিতা- প্রয়াত ভোলানাথ ব্যানার্জী,সাকিম- মানসপুর, ইডেন পার্ক, ৪ নং লেন, পো: মানসপুর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১২৩

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী তুষার কুমার ব্যানার্জী পিতা- প্রয়াত ভোলানাথ ব্যানার্জী, সাকিম- মানসপুর, ইডেন পার্ক, ৪ নং লেন, পো: মানসপুর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১২৩, অপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনার বিরুদ্ধে জেলা- হুগলী, থানা- পোলবা, পোলবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জে.এল নং ৯৬(সাবেক) হাল দাগ ৫৫, যাহার এল আর দাগ ৭৩৫, ১৭২৪, ১৮৪১, ১৮৬৩, ৩৯৫১, ৩৯৭৩ নং দাগ লইয়া উক্ত বিষয়ে বিভাগবন্টন সংক্রান্ত উক্ত নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত মোকর্দ্দমা লইয়া বিগত ইংরাজী ৩১/০৮/২০২৩ তারিখে মহামান্য আদালত প্রিলিমিনারী ডিক্রী দেন এবং বিভাগ বন্টন লইয়া কমিশনার নিযুক্তির আদেশ প্রদান করেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমার বিষয় লইয়া আপনার কোনরূপ বক্তব্য আপত্তি থাকিলে আপনি নিজে বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক বাদীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

বাদীপক্ষের উকিলবাবু
শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) দ্বিতীয় আদালত,চুঁচুড়া

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী সুধীর ঘোষ ২)শ্রী অনন্ত ঘোশ উভয়ের পিতা ৺পাঁচু গোপাল ঘোষ, উভয়ের সাকিম সুলতানপুর, পোঃ ত্রিবেনী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, দাতাগন বিগত ইং 21/08/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7941/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী কার্ত্তিক ঘোষ পিতা ৺সয়ারাম ঘোষ সাকিম সুলতানপুর, পোঃ ত্রিবেনী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 24/06/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6727/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)শ্রীমতী মঞ্জুরী সাহা স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ সাহা ২)শ্রী শুভঙ্কর সাহা পিতা শ্রী বিশ্বজিৎ সাহা উভয়ের সাকিম বৈকুন্ঠপুর সাহা পল্লী, পোঃ ত্রিবেনী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, মহাশয়/ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিবেনী বৈকুন্ঠপুর, ৩৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৩৭/২ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫৬৯ তথা হাল এল.আর. ৫৮৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০.১৭৭ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে বাংলা মাপে ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ২৭ বরগফুট বা কমবেশী ০.০৩৭৭ একর। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১)শ্রীমতী মঞ্জুরী সাহা স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ সাহা ২)শ্রী শুভঙ্কর সাহা পিতা শ্রী বিশ্বজিৎ সাহা উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত পত্র

আমার মক্কেল শ্রীমতী সুজাতা পাল স্বামী শ্রী দিলীপ পাল, পিতা ৺ফকির চন্দ্র দে, সাকিম গ্রাম আর্ত্তি, পোঃ সিমলাগড়, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ মহাশয়া বিগত ইংরাজী 27/01/2012 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00025/2012 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি শ্রী রাধারমন দে পিতা ৺ফকির চন্দ্র দে সাকিম উকলী, পোঃ কারিচা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৯ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে উক্ত শ্রী রাধারমন দে মহাশয় আমার মক্কেলের সহিত বিরূপ আচরন করায় ও আমার মক্কেলের সহিত সঠিক ভাবে যোগাযোগ না করায় বিগত ইংরাজী 28/11/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00125/2012 নং আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত পত্র দলিল মূলে অথবা ডিড অফ রিভোকেশন অফ জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্ণী মূলে উক্ত শ্রী রাধারমন দে মহাশয়কে পূর্বের আমমোক্তারনা বলে প্রাপ্ত সকল ক্ষমতা হইতে অব্যাহতি দিলেন। অদ্য হইতে আমার মক্কেল শ্রীমতী সুজাতা পাল স্বামী শ্রী দিলীপ পাল নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির একক ভাবে মালিক হইতেছেন। এক্ষনে উল্লেখ থাকে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি জারী হইবার তারিখ হইতে উক্ত শ্রী রাধারমন দে উপরোক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আর কোনরূপে কার্য্যাদি করিতে পারিবেন না, বা তাহার ওয়ারিশগণ কোনরূপ দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না, করিলেও তাহা সর্ব স্থানে সর্বাদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, ৮৭ নং জে.এল ভুক্ত উগলী মৌজায়, ও ৮৮ নং জে.এল ভুক্ত ডুবিরভেড়ী মৌজায় অবস্থিত আমার মক্কেলের পৈতৃক ওয়ারিশান সুত্রে প্রাপ্ত অবিভক্ত ১/৭ অংশে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি।

ইতি- সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমি, আমার মক্কেল শ্রী বিপ্লব গুপ্ত, পিতা- শক্তি গুপ্ত সাকিন- ভাটিয়া বস্তি কদমা, জামশেদপুর, পূর্ব সিঙ্গভুম, ঝাড়খন্ড, এরপক্ষে এই মর্মে সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেছি যে,

বিক্রেতাগনঃ-
১) শ্রী হেমন্ত নায়েক (বাগ), পিতা- ৺ধীরেন্দ্র নায়েক। ২) শ্রী সীমন্ত নয়েক (বাগ), পিতা- ৺ধীরেন্দ্র নায়েক উভয় সাং- ডুমুরিয়া, পোঃ- ডুমুরিয়া শিরীষবনী থানা- সাঁকরাইল, জেলা- ঝাড়গ্রাম। ৩) শ্রীমত্যা সাবিত্রী নায়েক স্বামী- ৺গুরুচরন নায়েক সাং- ঘৃতগ্রাম, পোঃ- তুঙ্গাধূয়া, থানা- কেশিয়াড়ী জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। ৪) শ্রীমত্যা দ্রৌপদী নায়েক, স্বামী- ৺নবীন নায়েক সাং ও পোঃ- জকপুর, থানা- খড়গপুর (লোকাল) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। ৫) শ্রীমতী লতিকা নায়েক স্বামী- শ্রী ভৈরব নায়েক সাং- কয়তা, পোঃ- পলশ্যা থানা- খড়গপুর (লোকাল) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। ৬) শ্রীমত্যা ননী নায়েক (বাগ) স্বামী- গুনধর নায়েক (বাগ)। ৭) শ্রী মধুসূদন নায়েক পিতা- ৺গুনধর নায়েক (বাগ) উভয় সাং- গোষ্ঠকালী, পোঃ- ছোড়দা, থানা- সাঁকরাইল জেলা- ঝাড়গ্রাম। ৮) শ্রীমতী মল্লিকা নায়েক স্বামী- শ্রী নরেন নায়েক সাং-ডুমুরিয়া পোঃ- ডুমুরিয়া শিরীষবনী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- ঝাড়গ্রাম। ৯) শ্রীমতী কানন খন্ডপাত্র স্বামী- শ্রী সুভাষ খন্ডপাত্র সাং ও পোঃ- রামচন্দ্রপুর, থানা- বহড়াগোড়া জেলা- পূর্ব সিংভূম, ঝাড়গ্রাম। ১০) শ্রীমতী মালতী নায়েক স্বামী- শ্রী পূর্ণচন্দ্র নায়েক সাং- মহিপাল পোঃ- কেন্দুগাড়ি, থানা- গোপীবল্লবপুর জেলা- ঝাড়গ্রাম। ১১) শ্রীমতী রেখারানী নায়েক স্বামী- শ্রী বুদ্ধদেব নায়েক সাং- উত্তর কাটাল, পোঃ- উত্তর কাটাল, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। ১২) শ্রীমতী কাঞ্চন নায়েক স্বামী- চন্দ্রেশ্বর নায়েক সাং- ভাতকুন্ড, পোঃ- ভালুকবিন্ধা, থানা- চকুলিয়া পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খন্ড।

জেলা- ঝাড়গ্রাম, সাঁকরাইল থানা অন্তর্গত গোবিন্দপুর মৌজাস্থিত ১৭২ নং জে.এল. ভুক্ত ১৩৮, ৩৩৬/১, ৪২২/১, ৮৫ নং খতিয়ান ভুক্ত ১/৫৩৩ দাগ ভুক্ত ৭৮ ডেসিম্যাল এবং ১/৫২৪ দাগ ভুক্ত ৯৩ ডেসিম্যাল সম্পত্তি সম্পর্কে ঝাড়গ্রাম ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৫/২০১৮ নং আমমোক্তার নামা মূলে শ্রী উদয় দন্ডপাট, পিতা- শ্রী শংকর দন্ডপাট, সাকিন - শিরোমনি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয় কে তাঁহাদিগের আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া উপরে লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ১৩.০৫.২০২১ তারিখে সম্পাদিত ADSR ঝাড়গ্রাম অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৫১৯/২০২১ নং বিক্রয় কোবালা মূলে উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল উক্ত শ্রী বিপ্লব গুপ্ত মহাশয় কে ৬,৫৫,২৭২/- টাকা মূল্যে বিক্রয় পূর্বক হস্তান্তর করিয়াছেন। উক্ত দলিল সম্পর্কে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিবসের মধ্যে নিম্ন লিখিত ফোন নং এ অথবা রোহিনী B.L. & L.R.O. অফিসে লিখিত ভাবে জানাইবেন।

ফোন নং-৯৭৩২৫৩৮১৬১
Sk. Manzur (Advocate)
Judges' Court, Paschim Medinipur,
25/11/24.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)রোসেনারা মন্ডল স্বামী মরহুম আব্দুল মতিন মন্ডল, ২)মেহেবুব হোসেন মন্ডল, ৩)ফিরোজ হোসেন মন্ডল ২ ও ৩ নং এর পিতা মরহুম আব্দুল মতিন মন্ডল সকলের সাকিম শিবরাই, পোঃ রাধানগর, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭, ৪)মনজিলা সরকার স্বামী নিজামউদ্দিন সরকার পিতা মরহুম আব্দুল মতিন মন্ডল সাকিম দক, পোঃ হরিপুর(চক), থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৭, ৫)সাকিলা মন্ডল, স্বামী মরহুম আব্দুল হাফিজ মন্ডল, ৬)আজাহার মন্ডল ৭)আব্দুল ইমরান মন্ডল ৬ ও ৭ নং এর পিতা মরহুম আব্দুল হাফিজ মন্ডল, ৮)সেখ সওকত আলি মন্ডল, ৯)মহম্মদ আলি মন্ডল, ১০)আব্দুর রহিম মন্ডল ওরফে আব্দুল রহিম মন্ডল ৮-১০ নং এর পিতা মরহুম আব্দুল হাকিম মন্ডল ৫-১০ নং এর সাকিম শিবরাই, পোঃ রাধানগর, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭, ১১) রাবিয়া বিবি স্বামী মরহুম মহম্মদ সেলিম পিতা মরহুম আব্দুল হাকিম মন্ডল সাকিম তোড়গ্রাম, পোঃ পাঁচগড়া, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 01/11/2019 তারিখে ডি.এস.আর-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-139/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল মহম্মদ হোসেন আলি মন্ডল পিতা মরহুম আব্দুল হাকিম মন্ডল সাকিম শিবরাই, পোঃ রাধানগর, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 29/07/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6588/ 2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)সেখ আব্দুল হালিম, ২)সেখ আব্দুল হান্নান উভয়ের পিতা মরহুম সেখ মহম্মদ আলী ও ৩)কুলসুম বিবি স্বামী মরহুম সেখ আব্দুল করিম সকলের সাকিম শিবরাই, পোঃ রাধানগর, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭ মহাশয়/মহাশয়াকে কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা শিবরাই, ১৫৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৭০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৮০৫ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১৭ শতক তন্মধ্যে নিজাংশ ০.৭২৮১ অংশে ১২ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১)সেখ আব্দুল হালিম, ২)সেখ আব্দুল হান্নান উভয়ের পিতা মরহুম সেখ মহম্মদ আলী ও ৩)কুলসুম বিবি স্বামী মরহুম সেখ আব্দুল করিম উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)মহঃ কাশিম পিতা মরহুম মহঃ হাফিজ ২)আখতার আলি পিতা মরহুম মহঃ হাফিজ আনসারী ওরফে মহঃ হাফিজ উভয়ের সাকিম এইচ/নং ১, বি এল ০৭, বাবু কোয়ার্টার ভাটপাড়া, পোঃ ভাটপাড়া, থানা জগদ্দল, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩১২৫ দাতাগন বিগত ইং 03/11/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10274/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল মহঃ সেখ নাসিম পিতা মরহুম মহঃ সকুর ওরফে সুকুর আলি সাকিম শিবপুর ২য় বাইলেন, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দুইটি দলিল মূলে যথা ১)বিগত ইং 03/11/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10301/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে তামান্না পারভিন স্বামী গুলাম ইয়াজদানি সাকিম ইসলামপাড়া, শঙ্খনগর, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০২, মহাশয়াকে কোবালা দলিল মূলে ০১ কাঠা বা ১.৬৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন এবং 2) বিগত ইং 11/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0343/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সালেহা খাতুন স্বামী মরহুম মহঃ আসলাম সাকিম ইসলামপাড়া, শঙ্খনগর, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০২, মহাশয়াকে কোবালা দলিল মূলে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক বা ২.৪৭৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা শঙ্খনগর, ৩৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৮৫ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২১১ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১৩৬ শতকের মধ্যে ২ কাঠা ১২ ছটাক ০২ বর্গফুট সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১) তামান্না পারভিন স্বামী গুলাম ইয়াজদানি ও ২) সালেহা খাতুন স্বামী মরহুম মহঃ আসলাম উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

PUBLIC NOTIFICATION

One of our client, Mrs. Manju Malpani W/O Mr. Rajesh Kumar Malpani the sole and absolute owner of ALL THAT Apartment no. UPC020515 measuring about 836 sq.ft. Super Built Area, Upohar LIG-MIG Zone along with one covered Car parking space no.ECB49 measuring about 135 sq. ft. of the complex named and known as "Upohar-The Condoville" lying and situated at Mouza-Chakgaria under P.S Purba Jadavpur in the District- South 24 Parganas, presently known and numbered as Municipal premises no. 2052, Chakgaria, Kolkata-700094 under Municipal Ward No. 109 within the limits of Kolkata Municipal Corporation has lost/misplaced of one original part of Title Deed registered in office of A.D.S.R Sealdah and recorded in its book no.1, CD Volume No. 6, Pages - 8557 to 8585, as being no. 02742 for the year 2011.The loss/ misplacement of the said Deed was recorded as a General Diary vide G.D.E. no. 1833 dated 26-02-2021 with Shibpur Police Station. Any body having any claim, Right, Title and/ or interest in the aforesaid property/ Said Lost Deeds should lodge a claim with us within 15 Days from this date here of, failing which no such claim should be entertained in future.

DAS & ASSOCIATES, Advocates,
Office No. 229, 2nd Floor, Delta House, 4, Government Place, (North), Kolkata-700001, M-7980032256/ 9932205771,
E-mail- dasprabir.pd81@gmail.com/ dasprabir82@gmail.com

হারানো প্রাপ্তি

এটি জানানো যাচ্ছে যে আমি, সাত্ত্বিক কানোরিয়া ১২সি, জাজেস কোর্ট রোড, অর্জুন এনক্লেভ, কলকাতা -৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এর বাসিন্দা, আমার দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির মার্কস এর বিবৃতি এবং পাসের শংসাপত্রগুলি হারিয়ে ফেলেছি, বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হল :-

আবেদনকারীর নাম	শ্রেণী	সূচী নম্বর	উত্তীর্ণের বছর	বিদ্যালয়ের নাম
সাত্ত্বিক কানোরিয়া	X	টি/৪৬৮১/১২৮	২০১৩	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা
সাত্ত্বিক কানোরিয়া	XII	৫৬১৯৬৬৩	২০১৫	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা

যদি কেউ খুঁজে পান, অনুগ্রহ করে আমার ঠিকানা ১২সি, জাজেস কোর্ট রোড, অর্জুন এনক্লেভ, কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত- এ যোগাযোগ করুন
তারিখ: ২৮.১১.২০২৪
স্থান: কলকাতা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে নভেম্বর। শুক্র বার ১৩ ই অগ্রহায়ণ, চতুর্দশী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ মহাদশা ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে সকালে দোষ নেই, সকাল ১০ ৪২ মিনিট পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে উত্তাল দেশ। এবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ওই বিলের কঠোর সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, ওয়াকফ বিল সংসদে উত্থাপনের আগে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মোশারফ হোসেনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, নতুন বিলে মুসলিমদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের আনা বিল আইনে পরিণত হলে ওয়াকফ ব্যবস্থাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এই বিল আনার আগে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। তিনি আরও বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা প্রথম থেকে এর বিরোধিতা করেছে।

আইএসএফ সদস্য নওশাদ সিদ্দিকীর অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে ২২ কোটি টাকা খরচ করা হয়। তাঁর সরকারের আমলে রাজ্যে কোন ওয়াকফ সম্পত্তি দখল হয়নি। আগে দখল হয়ে যাওয়া বেশ কিছু সম্পত্তি ইতিমধ্যে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ওয়াকফ সম্পত্তি দখল সংক্রান্ত ১৫৫টি মামলা ট্রাইব্যুনালের কাছে নিষ্পত্তির জন্য পাঠানো হয়েছে। সেই রায় পাওয়ার পরেই এগুলি দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। একই রকমভাবে রাজ্যে অনেক খাস জমিও দখল হয়ে রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। মানবিক কারণে দীর্ঘদিন ধরে ওই সব জায়গায় যারা আছেন তাঁদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে না। সরকারি জমি তা কেন্দ্র হোক বা রাজ্যের বেদখল হওয়া আটকাতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সক্রিয় হওয়ার তিনি আবেদন জানান। উল্লেখ্য, ওয়াকফ সংশোধন বিল নিয়ে আগামী সোমবার ও মঙ্গলবার দু'দিন আলোচনা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। তার আগে এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করে দিলেন।

বেসরকারি নার্সিং হোস্টেলে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার এক বেসরকারি হাসপাতালের নার্সদের হোস্টেলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন থানার অন্তর্গত নস্কর পাড়ায় নার্সদের হোস্টেলের তিনতলায় একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ফ্ল্যাটটি। জানালা দিয়ে কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী বের হতে থাকে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন থানায় এবং দমকলে। একে একে ঘটনাস্থলে দমকলের দুটো ইঞ্জিন পৌঁছয়। দ্রুত ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের বাইরে বের করে আনেন দমকল কর্মীরা। সরু গলি হওয়ার কারণে দমকলের ইঞ্জিন ভিতরে ঢুকতে বাধা পায়। মূল রাস্তায় দমকল ইঞ্জিন রেখে পাইপের সাহায্যে ফ্ল্যাটের সামনে জল টানা হয়। এরপর কাঁচের জানলা ভেঙে জ্বলন্ত ফ্ল্যাটে জল দেওয়া হয়। দমকল কর্মীরা প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কি কারণে আগুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। এক দমকল আধিকারিক জানিয়েছেন বন্ধ ফ্ল্যাটে জলন্ত ধূপ অথবা মোমবাতি থেকে আগুন লাগতে পারে। তবে এই ঘটনায় আহত হয়নি। ঠিক কি কারণে আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শনি ও রবিতে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া বিভাগের তারকেশ্বর-বাহিরখন্ড স্টেশনের মধ্যে ৬২ নম্বর ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ৩০ নভেম্বর শনিবার ও ১ ডিসেম্বর রবিবার লোকাল ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের জারি করা নির্দেশিকাতে জানান হয়েছে ওই দুইদিন একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

শনিবার ৩০ নভেম্বর বাতিল থাকবে হাওড়া-তারকেশ্বর, রবিবার ১ ডিসেম্বর বাতিল থাকবে আপ লাইনে হাওড়া-তারকেশ্বর, শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর, হাওড়া-আরামবাগ, হাওড়া-গোঘাট। ডাউন লাইনে তারকেশ্বর-হাওড়া, তারকেশ্বর-শেওড়াফুলি, আরামবাগ-হাওড়া, গোঘাট-হাওড়া। এছাড়াও তারকেশ্বর-হাওড়া ইএমইউ লোকাল তারকেশ্বর থেকে সকাল ৯ টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটির নির্ধারিত সময় ছিল ৯ টা ৩২ মিনিট।

আলু বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভরতাই লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: খুব শীঘ্রই আলু বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে রাজ্য। আগামী বছর থেকে রাজ্যে ৫০ লক্ষ আলু বীজ উৎপাদন হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিধানসভায় কৃষি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টের উপরে আলোচনার জবাব দিতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী জানান, ২০৩০ সালের মধ্যেই আলু বীজ উৎপাদনে পাঞ্জাব নির্ভরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে রাজ্য। কৃষি দপ্তর সব ধরনের সতর্কতার সঙ্গে নিজস্ব খামারে ভাইরাস মুক্ত আলু বীজ তৈরি করছে। এদিন বিধানসভায় কৃষি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকেও এই প্রসঙ্গটি ওঠে। সেখানে বিজেপির এক বিধায়ক আলু বীজ সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তার জবাবে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা সর্তকভাবে কৃত্রিম বীজ তৈরি করছি। সামনের বছর ৫০ লক্ষ আলুবীজ আমরা উৎপাদন করব।' শোভনদেব এও বলেন, '২০৩০ সালে আমাদের আর পাঞ্জাবের ওপর নির্ভর করতে হবে না। তখন আমরা আলু বীজ উৎপাদনে নিজেরাই স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠব।'

সহায়ক মূল্যে ধান কেনাতে 'কারচুপি', তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি সহায়ক মূল্যে চাষীদের কাছ থেকে ধান কেনার ক্ষেত্রে কারচুপির অভিযোগ ওঠায় তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ধান কেনার ক্ষেত্রে কারচুপির বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ধানের মধ্যে ধুলো, বালি, কাঠি ইত্যাদি থাকে। এই সব কারণে কুইন্টাল পিছু ধান থেকে ৩ কেজি করে বাদ দেওয়া হয়। সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন অভিযোগ করেন, সরকারি নিয়ম রয়েছে ৩ কেজি ধান কাটার। সেখানে ৫ কেজি করে কেটে নেওয়া হচ্ছে। ফলে চাষিরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সাগরদিঘি-সহ বিভিন্ন বিধানসভা থেকে এই অভিযোগ তাঁর কাছে এসেছে বলে অভিযোগ করেন বাইরন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে বিষয়টির তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনায় কোন সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে তার বিরুদ্ধেও তদন্তের নির্দেশ দেন তিনি।

রানীগঞ্জকে মহকুমা করার দাবিতে ধরনা

রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জকে মহকুমা করার দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার ধরনা প্রদর্শন করা হলো রানীগঞ্জের রাজবাড়ি পন্ডিতপুকুর এলাকায় নেতৃত্বে ছিল রানিগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরাম। সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি গৌতম ঘটক জানান, ১৮৪৬ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত রানিগঞ্জ মহকুমা শহর ছিল। পরে তা আসানসোল মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে, পৃথক মহকুমার মর্যাদা হারায় রানিগঞ্জ। তিনি দাবি করেন, রানিগঞ্জ শহরে বিভিন্ন পরিষেবা অপর্যাপ্ত, বেহাল সংযোগকারী রাস্তা। শহরের বেশ কয়েকটি রাস্তার পাশে জায়গা দখল করে অস্থায়ী বাজার তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি মনে করেন, রানিগঞ্জকে মহকুমা করা হলে এই সব সমস্যা মিটে যাবে। দাবি আদায়ে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রানিগঞ্জের প্রায় বেশ কয়েকটি সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠন। এই ধরনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি রোহিত শয়তান, রানীগঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক এসকে বাসু, সিটিজেন ফোরামের সদস্য মলয় রায় সহ বিশিষ্ট নাগরিকেরা।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ২৯ নভেম্বর ২০২৪ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার

২ ডিসেম্বরের আগেই সন্দীপের নামে জমা পড়তে চলেছে চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্টুডেন্টদের ‘হাউসস্টাফশিপ’-এর মেয়াদকাল খেয়াল, খুশি মতো বাড়িয়ে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগকে সামনে রেখে সন্দীপের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় চার্জশিট জমা দিতে চলেছে সিবিআই।আগামী সোমবার ২ ডিসেম্বর, গ্রেপ্তারের পরে ৯০ দিন পূর্ণ হবে। তার আগেই জমা পড়তে চলেছে এই চার্জশিট।

আগামী দু’একদিনের মধ্যে আলিপুরের বিশেষ আদালতে পেশ করা হবে এই চার্জশিট। সিবিআই সূত্রে খবর, তাতে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগই অগ্রাধিকার পেতে চলেছে। সেখানে উল্লেখ করা হবে কোটি কোটি টাকার টেন্ডার দুর্নীতির বিষয়। এটাই হবে এই মামলার প্রথম চার্জশিট। এই চার্জশিটে সন্দীপের পাশাপাশি তাঁর তিন সাগরেদ বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা ও আফসার আলি খানেরও নাম থাকতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। ১২০ জন সাক্ষীর উল্লেখ থাকবে সেখানে। সঙ্গে থাকবে ৪৬০টি গুরুত্বপূর্ণ নথিও।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, আরজি করের অধ্যক্ষ থাকাকালীন ‘তুঘলকি’ শাসন চালাতেন সন্দীপ। সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এভাবে হাউসস্টাফশিপের সময়ও তিনি বাড়িয়েছেন বলে তদন্তকারীদের দাবি। সাধারণত হাউসস্টাফশিপের মেয়াদ থাকে এক বছর। তার জন্য প্রতি মাসে পাওয়া যায় ৫০ হাজার টাকা। তদন্তকারীদের দাবি, সেই মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে তাঁর ঘনিষ্ঠরা আরও কয়েক মাস প্রতি মাসে ওই ৫০ হাজার টাকা করে পেতেন। অভিযোগ, যা গুনতে হতো সরকারকে। এর বদলে ওই ঘনিষ্ঠদের দিয়ে দিনের পর দিন সন্দীপ নিজের বেআইনি কাজ করাতেন বলেও দাবি তদন্তকারীদের।

প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের পরে সেখানকার মেডিক্যাল সরঞ্জাম কেনার নামে টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন সময়ে মেডিক্যাল সরঞ্জাম কেনার নামে ঘনিষ্ঠদের বেআইনি ভাবে টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছিলেন সন্দীপ। সরকারি নিয়ম না মেনে, বছরের পর বছর সেই টেন্ডার দুর্নীতি কীভাবে চলেছে, তার বিস্তারিত তথ্য থাকতে পারে এই চার্জশিটে। এছাড়াও, হাসপাতালে বেআইনি পার্কিং বা ক্যাফের জন্য সন্দীপ তাঁর ঘনিষ্ঠ, অ্যাডিশানাল সিকিউরিটি কাম বাউন্সার আফসারকে টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছিলেন বলেও চার্জশিটে উল্লেখ থাকতে পারে। সিবিআইয়ের অভিযোগ, ওই পার্কিং ও ক্যাফে থেকে আফসার কোটি কোটি টাকা হাতিয়েছিলেন বলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আফসার নাকি ৪০ লক্ষ টাকার গাড়ি চড়ে ঘুরতেন বলেও তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর।

তদন্তকারীদের দাবি, সন্দীপের শাগরেদ বিপ্লব ‘মা তারা ট্রেডার্স’ নামে একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি নিয়ম ভেঙে বিপ্লবের মতো সাধারণ এক ভেন্ডারকে বেআইনি ভাবে মেডিক্যাল সরঞ্জাম সরবরাহের টেন্ডার পাইয়ে দিতেন সন্দীপ। সেই অভিযোগে গ্রেপ্তার হন বিপ্লব। সন্দীপ ঘনিষ্ঠ অভিযুক্ত সুমনেরও হাওড়ায় মেডিক্যাল সরঞ্জামের দোকান রয়েছে। সিবিআইয়ের দাবি, সন্দীপ সেখান থেকেও বেআইনি ভাবে মেডিক্যাল সরঞ্জাম কিনতেন। প্রসঙ্গত, ১৫ অগাস্ট নোটিস দিয়ে আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের মামলায় সন্দীপকে তলব করা হয়েছিল সিজিও কমপ্লেক্সে, সিবিআইয়ের স্পেশাল ক্রাইম ব্র্যাঞ্চে। কিন্তু সে দিন তিনি হাজিরা না দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ১৬ অগাস্ট সিবিআই কার্যত রাস্তা থেকে সন্দীপকে পাকড়াও করে টানা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে আরজি কর হাসপাতালের দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার অফিসারেরা সন্দীপকে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে গ্রেপ্তার করে।

বিরোধীদের ভয় দেখিয়ে মমতা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরানো একটি মামলায় সিআইডি’র তলব পেয়ে আদালতের নির্দেশে গত ১৪ নভেম্বর ভবানী ভবনে হাজিরা দিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। আদালতের নির্দেশ মেনেই সেদিন তাঁকে চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার ফের তিনি সিআইডির মুখোমুখি হন। এদিন সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ জগদ্দলের মজদুর ভবন থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পাচ্ছেন। বিরোধীদের উনি কোণঠাসা করতে সিআইডিকে লেলিয়ে দিচ্ছেন।’ তাঁর দাবি, ‘বিরোধীদের ভয় দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন। কিন্তু ২০২৬ সালে উনি আর ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।’ প্রাক্তন সাংসদ বলেন, প্রথমবার তাঁকে ডেকে চার ঘণ্টা সময় নষ্ট করা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ডেকে ফের সময় নষ্ট করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তাঁর দাবি, ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে উনি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন। আর জি কর কাণ্ডে জড়িতদের উনি আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। অভয়া খুনে জড়িতদের গ্রেপ্তার না করে উনি বিরোধীদের হেনস্থা করছেন।’ প্রসঙ্গত, গত ১৪ নভেম্বর প্রথমবার হাজিরা দেওয়ার আগে তিনি অভিযোগ করেছিলেন, রাশিয়ান কেমিক্যাল স্প্রে করে শরীরের একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল করার ফন্দি এঁটেছে সরকার। সেই কেমিক্যাল শরীরের কোথাও স্পর্শ করলে তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এদিন তিনি দাবি করলেন, তথ্য দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছি রাশিয়ান কেমিক্যাল প্রয়োগ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল করা যায়। তাই সিআইডি-র প্রথমবার

জিজ্ঞাসাবাদের দু’দিন বাদেই তিনি মেডিক্যাল পরীক্ষা করিয়েছেন। পরবর্তীতে প্রয়োজনে ফের তিনি মেডিক্যাল পরীক্ষা করাবেন। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে এবং শুভেন্দুকে মারার চেষ্টা করছেন। তবুও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর দাবি, ক্ষমতায় যারা থাকেন, তাদের গদি চলে যাওয়ার ভয় তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু ২০২৬ সালে তালিবানী ইউনুসের বোনকে প্রাণ উৎসর্গ করে ক্ষমতায় আসা থেকে তাঁরা আটকাবেন।

ধৃত সরকারি আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি প্রকল্পের বিপুল টাকা হাতানোর অভিযোগে এক সরকারি আধিকারিককে গ্রেপ্তার করল রাজ্যের দুর্নীতিদমন শাখা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তির নাম তপনকুমার ঘোষ। তপনবাবু মালদার হবিবপুরে শ্রম দপ্তরের ইন্সপেক্টর পদে ছিলেন। বর্তমানে অবশ্য তিনি ছিলেন অন্য জেলায় একই দপ্তরের ইন্সপেক্টর পদে। এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ রয়েছে বলেই সূত্রে খবর।

এই অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার সারাদিন বাড়িতে তল্লাশির পর দুর্নীতিদমন শাখার আধিকারিকরা তপন ঘোষকে গ্রেপ্তার করেন। বুধবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে তাঁকে তোলা হয়। মুখ্য সরকারি আইনজীবী দীপঙ্কর কুণ্ডু আদালতে জানান, রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা যোজনার তহবিলের টাকা অভিযুক্ত আধিকারিক শ্রমিকদের হাতে তুলে না দিয়ে নিজে হাতিয়ে নেন। দু’পক্ষের বক্তব্য শুনে অভিযুক্তকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত শ্রম দপ্তরের ওই ইন্সপেক্টর ভুয়ো চেক ইস্যু করে যোজনার টাকা প্রাপক শ্রমিকদের হাতে দেওয়ার বদলে তছরুপ করতে শুরু করেন। পুরো টাকা নিজের সাতটি অ্যাকাউন্টে পাঠান। প্রথমে ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা তছরুপে ধরা পড়ে।

চিটফান্ড কমিটির নতুন চেয়ারম্যান বদল: ৮ বছর পর বদল চিটফান্ড কমিটির চেয়ারম্যান। বৃহস্পতিবার চিটফান্ড কমিটির চেয়ারম্যান বদল করল কলকাতা হাইকোর্ট। নতুন চেয়ারম্যান করা হল হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ৫৪ চিটফান্ডে আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে কাজ করে এই কমিটি। ইতিমধ্যে ৫ চিটফান্ডে আমানতকারীদের ৭৫ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। অ্যালকেমিস্ট, পৈলান, ভিবজিওর, এমপিএস সহ ৫ চিটফান্ডে কিছু টাকা ফেরানো গিয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ওই পদে কাজ করবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তালুকদার।

বকেয়া পেনশনের দাবিতে ভাটপাড়া পুরসভার বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বকেয়া পেনশনের দাবিতে ফের সোচ্চার হলেন ভাটপাড়া পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। বকেয়া পেনশনের দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে চেয়ারপার্সনের কাছে দরবার করলেন ভাটপাড়া পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। সেইসঙ্গে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট তারিখে পেনশন প্রদানের জন্য তাঁরা জোরালো দাবিও করলেন। ভাটপাড়া পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী কমল বিশ্বাস জানান, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের পেনশন এখনও মেলেনি।

তাছাড়া নির্দিষ্ট তারিখে তাদের পেনশন প্রদান করা হয় না। পেনশনের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। কমলবাবুর অভিযোগ, ‘অযথা পুরসভা ফান্ডের টাকা অপচয় করা হচ্ছে। পুজোর বোনাস হিসেবে কাউন্সিলরা ৫০ হাজার টাকা নিয়েছেন। পুর আইন মোতাবেক এটা সম্পূর্ণ অবৈধ।’ তাঁর আরও অভিযোগ, ‘সাধারণত কাউন্সিলররা ‘রেমুনারেশন’ পান। কিন্তু পুর আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কাউন্সিলরা প্রতিমাসে বেতন নিচ্ছেন। এটা ঠিক নয়।’ তাঁর দাবি, সরকারের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানোর পর, কয়েকমাস কাউন্সিলারদের বেতন নেওয়া বন্ধ ছিল। কিন্তু ফের কাউন্সিলররা পুরসভার ফান্ড থেকে প্রতিমাসে বেতন নিচ্ছেন। এদিন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা জানান, আদালতে মামলা করে বকেয়া গ্র্যাচুইটি তাঁরা আদায় করেছেন।

লোকালয়ে পোল্ট্রি ফার্ম উচ্ছেদের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জনবহুল এলাকায় থাকা মুরগির পোল্ট্রি ফার্ম উচ্ছেদের দাবিতে সরব হলেন বাসিন্দারা। পানিহাটি পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের পল্লিশ্রী এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, বহুদিন ধরে স্থানীয় ব্যবসায়ী শিশির পাল পোল্ট্রির ফার্ম খুলে ব্যবসা করছেন। কিন্তু প্রচন্ড দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষজন। মুরগির পোল্ট্রি ফার্মের আড়ালে অবাধে মদের আসরও বসছে। ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। লোকালয়ে থাকা পোল্ট্রি ফার্ম উচ্ছেদের দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা একজোট হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্থানীয় বাসিন্দা কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধে টেকা দায়। অনেকেই শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। পোল্ট্রি ফার্মের মালিককে একাধিকবার জানিয়েও, কোনও কাজ হয়নি। কার্তিক বাবু আরও জানান, পোল্ট্রি ফার্ম উচ্ছেদের দাবিতে ঘোলা থানায় এবং পানিহাটি পুরসভায় তাঁরা স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। এই বিষয়ে পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধান মলয় রায় বলেন, এলাকার বাসিন্দারা পুরসভায় একটা লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। তবে জনবহুল এলাকায় এভাবে পোল্ট্রি ফার্ম করা যায় না। ফার্ম বন্ধের জন্য তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

ধর্মতলার বাস স্ট্যান্ডে এসটিএফ’র হানা, উদ্ধার জাল নোট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ডে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর একটি দল অভিযান চালায়। বাস থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ জাল নোট। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ থেকে আসা একটি বাস থেকে উদ্ধার হয় ওই টাকা। ঘটনায় আটক করা হয় এক ব্যক্তিকে। গোপন সূত্রে খবর, এসটিএফ-এর কাছে জাল নোট নিয়ে আসার খবর আগে থেকেই ছিল। সেই মতো বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হাজির ছিলেন এসটিএফ-এর আধিকারিকরা। এরপর উত্তরবঙ্গ থেকে একটি বাস এসে ঢোকে ধর্মতলার বাস ডিপোতে। তখনই অভিযান চালায় এসটিএফ। আটক করা হয় এক ব্যক্তিকে। চলে ম্যারাথন তল্লাশি।

আরও বিপাকে প্রসন্ন, এবার ইডির হাতে ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও বিপাকে প্রসন্ন রায়। এবার এসএসসি’র অন্য একটি মামলায় ইডি গ্রেপ্তার করল তাঁকে। মোট ৯৮টি কোম্পানি থেকে ১৫০টি অ্যাকাউন্টে তাঁর লেনদেনের হদিশ মিলেছে বলে দাবি ইডির। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মিডলম্যান প্রসন্ন রায়। পরবর্তীতে এসএসসি মামলাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। সেই মামলায় বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয় তাঁকে। সেখানেই এসএসসি’র অন্য একটি মামলায় প্রসন্ন রায়কে হেফাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায় ইডি। অনুমতি মিলতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আগেই এসএসসি মামলায় প্রসন্ন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ‘ঘনিষ্ঠ’ মিডলম্যান প্রসন্ন রায়। তাঁর গ্রেপ্তারির পর থেকে একের পর এক সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে উচ্চ আদালত থেকে জামিন পান তিনি। এরপর গত ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি মামলায় গ্রেপ্তার করে ইডি। এবার ফের এসএসসি’র অন্য মামলায় ইডির জালে প্রসন্ন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, হাওড়ার গাদিয়াড়ার পাশাপাশি সুন্দরবনেও প্রায় ৫০ কোটি টাকার দু’টি হোটেলের মালিক প্রসন্ন। দ্বিতীয় বিয়ের পর স্ত্রী নীলিমাকে বিলাসবহুল দুটি হোটেল উপহার দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সুন্দরবনে পর্যটন ব্যবসা পোক্ত করার জন্য তিনটি বিলাসবহুল জলযানও কিনেছিলেন। তদন্তকারীদের দাবি, নিয়োগের জন্য নেওয়া ঘুষের টাকায় একের পর এক সম্পত্তি কেনা হয়েছিল।

চিন্ময় কৃষ্ণর মুক্তির দাবিতে পথে হিন্দু সমাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহ মামলা প্রত্যাহার ও তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে পথে নামল হিন্দু সমাজ। এদিন শিয়ালদহে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে এক প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করা হয়। শিয়ালদা থেকে বেকবাগানে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের অফিস পর্যন্ত মিছিলে অংশ নেন বহু সাধারণ মানুষ। এই মিছিলে নজরে আসে নানা স্লোগান সমন্বিত পোস্টারও। তাতে কোথাও লেখা, ‘এক চিন্ময় কারাগারে, লক্ষ চিন্ময় ঘরে ঘরে’ আবার কোনও পোস্টারে লেখা, ‘হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চাই’। এই ইস্যুতে আবার কেউ কেউ বাংলাদেশি বস্ত্র বর্জনের ডাক দেওয়া হয় তবে হাই কমিশনের অফিসের সামনে পুলিশের বাধায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাঁধে পুলিশের। অন্যদিকে, এদিন প্রতিবাদে নামে কলকাতার ইসকন কর্তৃপক্ষও। বৃহস্পতিবার বিকেলে আলবার্ট রোডে কীর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ জানান ভক্তরা। এদিনও ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস এদিন বাংলাদেশের পুলিশ ও সেনার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগ। ইসকন ভক্তরা আতঙ্কিত। তাঁদের বেছে বেছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের সেনা।*চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি ও রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতিবাদ জোরাল হতেই ইসকনকে নিষিদ্ধের আবেদন জানায় ইউনুস সরকার।

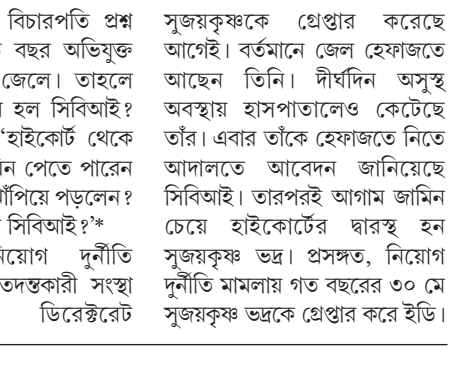

তবে বৃহস্পতিবার আদালতে সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এখনই ইসকনের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবে না বলে সাফ জানায় বাংলাদেশ হাইকোর্ট। তাতে কিছুটা স্বস্তির পরিবেশ ফিরলেও চরম আতঙ্কিত সেখানকার ভক্তরা। কলকাতা ইসকন কর্তৃপক্ষের তরফে এনিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমন দাস। এই প্রসঙ্গে ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জানান, ‘বাংলাদেশে ইসকন ভক্তরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের বেছে বেছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সেনা ও পুলিশ। পরিস্থিতি খুব খারাপ।’ চিন্ময় প্রভুর পর সেখানে গ্রেপ্তার করা হয় আরও এক সন্ন্যাসী স্বরূপ দাশকে।*তাতে বাস্তবিকই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়।

সুজয়কৃষ্ণের মামলায় সিবিআইকে কড়া প্রশ্ন আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের মামলায় সিবিআই-কে কড়া প্রশ্ন হাইকোর্টের। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বৃহস্পতিবার শুনানিতে সরাসরি প্রশ্ন করেন, এতদিন কেন মনে পড়েনি সুজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসাবাদের কথা। হঠাৎ জামিন পেতে পারে ভেবে সিবিআই অভিযুক্তকে ডেকে পাঠাল কি না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন।

এদিকে, সিবিআই-এর সমালোচনা করে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘গত দেড় বছর অভিযুক্ত ইডি-র মামলায় জেলে। তাহলে এখন কেন তৎপর হল সিবিআই? বিচারপতির প্রশ্ন, ‘হাইকোর্ট থেকে সেই মামলায় জামিন পেতে পারেন দেখে, তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন? এতদিন কী করছিল সিবিআই?’*

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সুজয়কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করেছে আগেই। বর্তমানে জেল হেফাজতে আছেন তিনি। দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালেও কেটেছে তাঁর। এবার তাঁকে হেফাজতে নিতে আদালতে আবেদন জানিয়েছে সিবিআই। তারপরই আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত বছরের ৩০ মে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেপ্তার করে ইডি।

ব্যারাকপুরে ওয়াগানের যন্ত্রাংশ টোটোর ওপর পড়ে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াগানের যন্ত্রাংশ নিয়ে যাবার সময় শেকলের বাঁধন ছিঁড়ে বিপত্তি ঘটল টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর ওল্ড ক্যালকাটা রোডের আনন্দপুরী স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে। সোমবার সকালের ঘটনা। যদিও বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে এদিন রেহাই মিলেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওয়াগানের যন্ত্রাংশ বোঝাই একটি ট্রাক ব্যারাকপুর বড় পোলের দিক থেকে ওল্ড ক্যালকাটা রোড ধরে ১৪ নম্বর রেলগেটের দিকে যাচ্ছিল। আনন্দপুরী স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে শেকলের বাঁধন ছিঁড়ে যন্ত্রাংশের কিছুটা অংশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা দুটি টোটোর ওপর পড়ে। এই ঘটনায় ওল্ড ক্যালকাটা রোড দিয়ে যান চলাচল ব্যাহত হয়। তবে টোটোতে যাত্রী না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই মিলেছে। যদিও দুটি টোটোই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একজন টোটো চালক সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় টিটাগড় থানার পুলিশ এবং ওয়াগান কর্তৃপক্ষ। অবশেষে ক্রেন টোটো দু’টোর ওপর দিয়ে ওয়াগানের যন্ত্রাংশগুলো সরানো হয়। যন্ত্রাংশ সরিয়ে নেওয়ার পর ওল্ড ক্যালকাটা রোডে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। আহত টোটো চালক দীপঙ্কর রায় বলেন, ‘মালবাহী ট্রাকে করে ওয়াগানের যন্ত্রাংশ নিয়ে যাওয়ার সময় শেকলের বাঁধন ছিঁড়ে দুটো টোটোর ওপর পড়েছে। তাতে তাঁর পায়ে ও হাতে মৃদু আঘাত লেগেছে। কিন্তু দুটি টোটোই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সম্পাদকীয়

আদানি গোষ্ঠীকে রক্ষা করতে সরকার কতখানি বেড়ে খেলবে, সে উত্তর সময়ই দেবে

আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বহু বার আন্তর্জাতিক অভিযোগ উঠেছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অভিযোগটি বহুচর্চিত। সম্প্রতি কেনিয়ায় জোমো কেনিয়াটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আধুনিকীকরণের বরাত বাতিল হয়েছে। বাংলাদেশে আদানি গোষ্ঠীর থেকে বিদ্যুৎ কেনার বরাতটি নিয়ে তদন্ত আরম্ভ হয়েছে। দেশের মাটিতেও বারে বারেই অভিযোগ উঠেছে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। মোট কথা, ভারতের ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বা সাঙাততন্ত্রের মুখ হিসাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আদানি গোষ্ঠীর কুখ্যাতি যথেষ্ট। সেই গোষ্ঠীকেই কেন্দ্রীয় সরকার 'ভারতীয় পুঁজির মুখ' হিসাবে দেখাতে চাইলে তা ভারতের ভাবমূর্তিরই ক্ষতি করে। অন্য দিকে, আদানি গোষ্ঠীর বৈদেশিক লগ্নির সিংহভাগ হয়েছে বিদেশেরই টাকায়। বস্তুত, আদানি গ্রিন নামক সংস্থাটি আমেরিকায় নথিভুক্ত, এবং সে দেশের বাজার থেকে টাকা তুলেছে বলেই আমেরিকা সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত করার জায়গায় রয়েছে। চিনা সংস্থাগুলির বিশ্বায়নের উদাহরণ দেখলে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়; সে সংস্থাগুলির বিস্তার বিদেশি পুঁজির উপরে নির্ভর করে ঘটেনি। আদানি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঘটছে, ফলে তার লগ্নিতে অনিশ্চয়তা বেশি। সেই অনিশ্চয়তার দায় ভারতের ভাবমূর্তির উপরেও বর্তাবে; কারণ, দেশের কর্তারা আদানিকেই ভারতের মুখ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে সে ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন। আমেরিকার অভিযোগে সারবত্তা আছে কি না, তা তদন্তসাপেক্ষ। আদানি গোষ্ঠীকে রক্ষা করতে সরকার কতখানি বেড়ে খেলবে, সে উত্তরও সময়ই দেবে। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য জানিয়েছেন যে, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া অবধি তাঁকে নির্দোষ হিসাবে গণ্য করাই বিধেয়। ভারতে বিজেপির চলন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলেই বোঝা সম্ভব, এমন অবস্থান তাদের সমগ্র অস্তিত্বের পরিপন্থী; অবশ্য, বিরোধীদের ক্ষেত্রে। আদানির ক্ষেত্রে এমন উদারবাদী অবস্থান দেখে সংশয় হতে পারে যে, দেশের কর্ণধারদের কাছে সংস্থাটি হয়তো একটি বাণিজ্যিক সংস্থার চেয়ে ঢের বেশি কিছু। সে কারণেই, আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমেরিকার অভিযোগ ভারতীয় অর্থব্যবস্থার পক্ষে অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

শব্দবাণ-১১৬

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. বিজয়নিশান ৩. শংকরাচার্যকৃত বেদান্তগ্রন্থবিশেষ ৬. ভিন্ন সময় ৭. মনুষ্যজাতি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দেহের ভঙ্গি বা ঢং ২. বৃষ্টি হওয়া ৪. কন্দর্প ৫. পশ্চিমবঙ্গের এক নদী।

সমাধান: শব্দবাণ-১১৫

পাশাপাশি: ১. বাজিয়ে ২. খারিজ ৫. কার্মণ্য ৮. মাকড় ৯. পাঠক।

উপর-নীচ: ১. বাচাট ৩. জমাটি ৪.দুর্মর ৬.ঘনিমা ৭. ফলক।

জন্মদিন

আজকের দিন

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট প্রশাসক ললিত মোদির জন্মদিন।*
১৯৭১ *ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দাসের জন্মদিন।*

'পশ্চিমবঙ্গের মডেল' কি এখন রাজনীতির ভাষা

সুপ্রিয় দেবরায়

নাম আলাদা কিন্তু প্রভাব এক। পশ্চিমবঙ্গে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', মহারাষ্ট্রে 'লাডলি বহেনা', ঝাড়খণ্ডে 'মাইয়া সম্মান' যোজনা। সদ্যসমাপ্ত পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের দুই রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল স্পষ্ট করে দিল, ভাণ্ডারেই আসলে ভোটের লক্ষ্মী বসত করেন। এরকমই প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের দাবি। গেরুয়া শিবিরকে কার্যত ধূলিসাৎ করে বিপুল জয় ছিনিয়ে নিল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট। প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা হল, ইন্ডিয়া জোটের জয়ের জাদুকাঠি সেই বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। আবার মহারাষ্ট্রে মহাযুতি জোটের বিপুল জয়ের কারণ আসলে একনাথ শিন্ডে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুকরণে শুরু করা 'লাডলি বহেনা'। রাজ্যের মহিলাদের মাসিক দেড় হাজার টাকা অনুদান চালু করেন শিন্ডে। মহিলা ভোটেই গেরুয়া শিবির বাজিমাত করেছে বলে সমস্ত রাজনৈতিক মহলের অভিমত। এবার মহারাষ্ট্রে বিজেপির জোট জিতল ১৪ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি ঘটিয়ে ও তিন-চতুর্থাংশ আসন পেয়ে। ভারতের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত কোনও রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল কোনও ভোটে এমন দাপট দেখিয়ে জিততে পারেনি। যেখানে মাত্র ছয় মাস আগে ওই রাজ্যে লোকসভা ভোটে মোদির ভাবমূর্তি ও জোটের চালচিত্র দুটোই ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছিল। ছয় মাসে কোন জাদুকাঠি বিজেপি-জোটের কোল ছুঁয়ে গেল যাতে এত বড় একটি রাজ্যের এতগুলো আসন শিউলি ঝরার মতো টুপটাপ করে ঝরে পড়ল মহাযুতির আঙিনায়। সেদিক থেকে দেখলে মাসখানেক আগে হওয়া হরিয়ানার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ভোটের বেশ মিল। একটি বিষয় হয়ত অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেছে। ইন্ডিয়া জোটের কোনও সর্বাধিনায়ক নেই। সকলেই নেতা, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি প্রবল। মহারাষ্ট্রে প্রচারে যাননি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন শরিক দলের বহু বিশিষ্ট নেতা। এনডিএ'র চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজেদের রেষারেষি পাশে সরিয়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুরো জোট। আবার ৮১ আসনের ঝাড়খণ্ড অবশ্য থাকল ইন্ডিয়া'র দখলেই। ঝাড়খণ্ডে কোনও জোট কখনও পরপর দু'বার ক্ষমতায় আসেনি। এবার সেই প্রথা ভেঙে গেল। হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বে জেএমএম, কংগ্রেস, আরজেডি, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের জোট ৫৬ কেন্দ্রে জয়ী হয়ে ফের ক্ষমতায় এল। যেখানে কার্যত ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়া নিয়ে নিশ্চিত ছিল বিজেপি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপির এক প্রবীণ নেতার মতে, জেএমএম-কংগ্রেসের পক্ষে আদিবাসী ভোটের মেরুকরণ বিজেপির হারের সবচেয়ে বড় কারণ। বাবুলাল মারান্ডি, অর্জুন মুন্ডার মতো পুরোনো মুখদের পাশাপাশি সদ্য জেএমএম ত্যাগী চম্পাই সোরেন আদিবাসী সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেননি বলে মনে করছেন সেই বিজেপি প্রবীণ নেতা। পর্যবেক্ষকদের মতে, আদিবাসী ভোট টানতে বিজেপি যে মেরুকরণের চেষ্টা করেছিল আদতে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আদিবাসী ভোট গিয়েছে জেএমএম-কংগ্রেসের ঝুলিতে। পাশাপাশি সংখ্যালঘু মুসলিম ও খ্রিস্টান ভোটও বিজেপির ঝুলিতে আসেনি। বহু বছর ধরে ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী ও মুসলিমরা একসঙ্গে বাস করেন। সেখানে আদিবাসী-মুসলিম মেরুকরণের চেষ্টা সফল হয়নি। ভোটের ফল বলছে, আদিবাসী এলাকাগুলির পাশাপাশি এমন বেশ কয়েকটি বিধানসভা আসনে বিজেপির ভোট কমেছে, যেখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রভাব রয়েছে। বিজেপি-আজসুর ভোটব্যাঙ্ক বলে পরিচিত কুর্মী সম্প্রদায়ের ভোটের বড় অংশ যে এবার জেএমএম জোটের দিকে গিয়েছে তা আজসুর আসনে ধস থেকে স্পষ্ট। অপরদিকে মহারাষ্ট্রে মহাযুতির বিপুল জয়ের সম্ভাব্য কারণগুলি; মহিলাদের সমর্থন আদায়, কৃষকদের আস্থা অর্জন, ওবিসি ভোট, শারদ পাওয়ার দলের দুর্বলতা। এই নির্বাচনে আগের বারের তুলনায় প্রায় ৫৩ লক্ষ বেশি মহিলা ভোট দিয়েছেন। এবং তাঁদের ভোটদানের হার বেড়েছে ৬ শতাংশ। 'লাডলি বহেনা' যোজনায় রাজ্যের প্রায় আড়াই কোটি মহিলা উপকৃত হয়েছেন। তুলো ও সয়াবিনের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ওপরে ফসল কেনা, পূর্ণ ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতির বড় প্রভাব রাজ্যজুড়ে, বিশেষত বিদর্ভ অঞ্চলে। একাধিক কৃষকদরদী প্রকল্প এবং ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি বিদর্ভ অঞ্চলে বিজেপির শক্তি বাড়িয়েছে। মহারাষ্ট্রের ৩৮ শতাংশ ভোটার ওবিসি সম্প্রদায়ের। মোদিজির 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়' স্লোগান মারাঠা-মুসলিম-মাহাড়কে মিলিয়ে ভোট টেনেছে বিজেপির ঝুলিতে। শারদ পাওয়ার দুর্বল হওয়ায় মহাযুতির সুবিধা হয়েছে। বিজেপি এবং কংগ্রেসের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৭৬টি আসনের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ আসন বিজেপির দখলে।

যদিও বিজ্ঞ সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মডেলে তৈরি অনুদানের রাজনীতি মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে দুই দলের বিপুল জয়ের কারণ; আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক সেটি মানতে নারাজ। হ্যাঁ এটা সত্যি, মহারাষ্ট্রে 'লাডলি বহেনা', ঝাড়খণ্ডে 'মাইয়া সম্মান' যোজনা অনেকটাই সাহায্য করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়, যেভাবে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বঙ্গে ব্যালটবক্সে ডিভিডেন্ড দেয়। যাদের কাজকে রাজনৈতিক পণ্ডিতরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন, সেই সিএসডিএস-লোকনীতির সমীক্ষা পর্যন্ত দেখিয়েছে, 'লাডলি বহেনা' যোজনার দরুন বিজেপি জোটের ভোট ৪ শতাংশ বেড়েছে। তাহলে বাকি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি কোথা থেকে হল? 'লাডলি বহেনা' যোজনায় মহারাষ্ট্রের 'অর্ধেক আকাশ' এভাবে আচ্ছন্ন হয়, তাহলে ঝাড়খণ্ডে বিজেপির 'গোগো দিদি যোজনা' যেখানে মহিলাদের প্রতি মাসে ২১০০ টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, হেমন্তের 'মাইয়া সম্মান যোজনা'-কে হারাতে পারল না কেন? রাজ্যের নারীদের হেমন্ত গত ছয় মাস ধরে ১০০০ টাকা করে দিচ্ছেন, যেটিকে বাড়িয়ে ২৫০০ টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে তিনটি নতুন স্লোগান এবার জনপ্রিয় হয়েছে। 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' অর্থাৎ হিন্দু জনতা বিভাজিত হলে মুসলমানদের ছোবল খেতে হবে। 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়' মানে জোটবদ্ধ থাকলে নিরাপদে থাকা। আর তৃতীয়টি 'রোটি, বেটি ও মাটি' রক্ষার। এই তিনটি স্লোগানের মর্মার্থ, বাংলাদেশি মুসলমানরা ঝাড়খণ্ডে ঢুকে আদিবাসীদের অন্নে ভাগ বসাচ্ছে। তারপর আদিবাসী মেয়েদের বিয়ে করে গেঁড়ে বসছে এবং আদিবাসীদের জমির দখল নিচ্ছে। এই শিহরনকারী আশঙ্কা মহারাষ্ট্রে সুনামি ঘটালেও, ঝাড়খণ্ডে ধরাশায়ী হল। এর ব্যাখ্যা উপরোক্ত অংশে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

তবে একথা অনস্বীকার্য, এই অনুদান অর্থাৎ খয়রাতির রাজনীতি রাজনৈতিক দলগুলিকে গদি ধরে রাখার সহজ রাস্তা বাতলে দিয়েছে। যখন 'লাডলি বহেনা', 'মাইয়া সম্মান' যোজনা মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে যথাক্রমে মহাযুতি ও ইন্ডিয়া জোটকে সাফল্য এনে দেয়, বঙ্গের শাসকদলের মুখপাত্ররা উল্লসিত হয়ে বলতে থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের পথেই হাঁটছে এখন গোটা দেশ। বর্তমান ভারতে এই খয়রাতির রাজনীতি ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় সমস্ত রাজ্যেই। অর্থনীতিবিদ না হয়েও, এইটুকু অবশ্যই বুঝতে পারি এই খয়রাতির রাজনীতি দেশকে কোন পথে চালিত করছে। এটি সুস্থ রাজনীতির নিদর্শন নয়। আর অনেক ক্ষেত্রেই যেখানে এই অনুদান শুধু রাজ্যের কোষাগার থেকেই মেটানো সম্ভব হয় না, প্রয়োজন হয় ঋণের। কিছু টাকা একজন নারীর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করলেই কি নারীর ক্ষমতায়ন হয়! একজন নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব, যখন সংসারে কিংবা সমাজে একজন নারীকে মান্যতা দেওয়া হয়, তাঁর কথা অথবা যুক্তিকে সম্মান দেওয়া হয়। যখন তিনি বলার অধিকার অর্জন করেন, তখনই একজন নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়। যেখানে প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পের উন্নয়ন; প্রয়োজন অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি; আবশ্যক নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জনের; সেই পথে না হেঁটে এখন প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলগুলি নেমেছে দান খয়রাতির প্রতিযোগিতায়। এখন প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যই এ ব্যাপারে লাগামছাড়া।

ভেনেজুয়েলার মতো তেলসমৃদ্ধ দেশেরও অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এই খয়রাতির রাজনীতি করতে গিয়ে, যেখানে জনসংখ্যা তিন কোটিরও কম। আর আমাদের মতো জনবহুল দেশে যদি এই কারণে অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, বাকিটা চিন্তা করতে ভয় হয়। তাই একান্ত অনুরোধ সমস্ত রাজনীতিবিদদের, বাংলার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' মডেল পথ দেখিয়েছে অন্য সব রাজ্যগুলিকে ভোটে সাফল্য পেতে, তা নিয়ে উল্লসিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। চিন্তা করুন এই খয়রাতির রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে কী করে রাজ্যের এবং দেশের সাধারণ জনগণের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। হয়ত কয়েকটি আসন হারাবেন কিংবা ক্ষমতাও, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম অভিসম্পাত করবে না, বলবে না; এ কোন দৈন্য, দুর্ভিক্ষের দেশে জন্ম নিলাম রে বাবা! বাকিটা ছেড়ে দিলাম অর্থনীতিবিদদের উপর, এবার এগিয়ে এসে কিছু মতামত দিন। নাহলে রাজ্য এবং দেশ দুটোই যে গোল্লায় যাবে।

বাংলা পক্ষের কাছে কিছু প্রশ্ন

অমিতকুমার চৌধুরী

বাংলাপক্ষ নামক একটি সংগঠন আজকাল পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বেশ সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। তারা চায় পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বাংলা ভাষা,বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালির স্বার্থ যেনো সুরক্ষিত থাকে। ইনাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে যে ওই বিহার ,ইউপির লোকেরা বাংলায় এসে আমাদের সব কেড়ে নিচ্ছে, চাকরিতে, ব্যবসায় ভাগ বসাচ্ছে ,ফলে দিন ,প্রতিদিন বাঙালিরা হচ্ছে কোণঠাসা। এটা ঘটনা,পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই বাঙালির প্রভাব কমছে। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে তো কবে থেকে বাঙালি পিছু হঠতে শুরু করেছে সব ক্ষেত্রেই। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙলাতেই প্রথম ইংরেজ শাসন কায়েম হয় ও তারপর ইংরেজি ভাষা শিক্ষা লাভ করে বাঙালিরা অনেক এগিয়ে যায় সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়।আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ, রাজা রামমোহন রায় ,ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীদের হাত ধরে এলো বাংলায় নবজাগরণ,তার ফল সমগ্র ভারত পেলো।আমরা বাঙালিরা ভীষণ গর্বিত হয়ে উঠলাম। তা দেখে সমগ্র ভারত বাঙালির মনীষার প্রতি হয়ে উঠলো শ্রদ্ধাশীল। মহারাষ্ট্রের গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তো বলেই ফেললেন যে, বাংলা আজ যা ভাবে ভারত তা ভাববে আগামীকাল। ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল বাঙালির শ্রেষ্ঠকাল ।বঙ্গমাতা হয়ে উঠল রত্নগর্ভা। শিল্প,সাহিত্য,রাজনীতি, সমাজ সংস্কার, আধ্যাত্মিকতা, প্রশাসন সর্বত্রই বাঙালি নজরকাড়া প্রভাব ফেললো ভারতে। তার ফল সমগ্র ভারতও পেলো।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল এক বঙ্গ সন্তানের হাত ধরে,উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি,আর যে ব্যক্তির হাত ধরে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল, তিনি আরেক বঙ্গ সন্তান, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।

দেশবন্ধু চিত্তঞ্জন দশ,বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে উজ্জ্বল নাম। যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির মতো বৈপ্লবিক সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী, প্রীতিলতা, সূর্যসেন কত শত বিপ্লবীর আত্মত্যাগ সব ভারতীয়দের শ্রদ্ধার বিষয় ।জাতীয় সঙ্গীত ও স্তোত্র দুটিই বঙ্গ সন্তান ,রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিম দ্বারা লিখিত।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষে আনন্দমঠের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষায় আশুতোষ ,বিদ্যাসাগর। সমাজসংস্কারে রামমোহন,আধ্যাত্মিকতায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেই এক বাংলার গৌরবময় অধ্যায়। রবি ঠাকুরের নোবেল ,সত্যজিতের অস্কার আমাদের গর্বিত করে। সঙ্গীতে মান্না, হেমন্ত, কিশোর, সন্ধ্যা, আরতি ।চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ,রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, বাসু চ্যাটার্জি, সঙ্গীতপরিচালনায় শচীন দেববর্মন, অভিনয়ে অশোক কুমার, সুচিত্রা, রাখী, মৌসুমী, জয়া। প্রথম আইসিএস ও মহিলা ডাক্তার বাঙালি। সমীহ করার মতো সব প্রতিভা। ভারতের এমন কোনো শহর ছিলনা যেখানে উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার, উকিল, উচ্চাধিকারিক বাঙালি ছিল না।আর আজ ভারতে বাঙালির স্থান কতটুকু? নিজভূমিতেই সে লাঞ্ছিত অসম্মানিত,শঙ্কিত! প্রতিবেশী রাজ্যে বিশেষত অসম, বিহার ও ঝাড়খণ্ড হতে বহুকালব্যাপী নিবাসী বাঙালি আজ পশ্চিমবঙ্গমুখী। শিক্ষা, শিল্পে এগিয়ে থাকা বাংলার অবস্থা দেখে অন্য রাজ্যে হাসে।

এক সময় বাঙালি বলতে আমরা গর্ব করতাম আর আজ সেই গর্ব করার মতো অবস্থায় আমার আছি কি? কলকাতা শহর ছেড়ে দিলাম মফস্বল শহর গুলোতেও হিন্দি ভাষীলোকেরা বাংলা বলতো, বাংলা স্কুলে পড়তো। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত অফিসে হিন্দিভাষী লোকেদের প্রাধান্য এমনকি গ্রামীণ অঞ্চলে সাধারণ মানুষ অধিকারিকদের সাথে হিন্দি বলতে বাধ্য হয়। বাংলা স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বাঙালিরা বাংলা গান কম শোনে, বাংলা চলচিত্র কম দেখে, বাঙালির পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস সংস্কৃতি সবকিছুতেই বাঙালিত্ব ধরে রাখা যাচ্ছে না। বাঙালি বাংলায় ইংরেজি বা হিন্দি বলে গর্বিত,অথচ শুদ্ধ বাংলা তার আসেনা বলে কোনো অনুশোচনা বা আক্ষেপ নেই।

বাংলা বা বাঙালিত্ব আক্রান্ত হচ্ছে দুই ভাবে। এক হিন্দি ভাষার প্রাধান্যে ,হিন্দিভাষী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ও ইংরেজি ভাষার প্রতি অমোঘ আকর্ষণে, ভালো কর্মসংস্থানের আশায়। আরেক কারণে বাঙালিত্ব আক্রান্ত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের লোকের সংখ্যার বৃদ্ধির ফলে,উর্দুভাষী লোকের প্রভাবের ফলে। বাঙালি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে দেশভাগের ফলে,ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলিম বাংলা ও হিন্দু বাংলা।শরৎচন্দ্রের গল্পে পায়, বাঙালি ও মুসমানদের ফুটবল খেলা। মুসলমানেরা কি বাঙালি নয়। অবশ্যই বাঙালি। বাংলাদেশে ওখানকার মুসলমানদের মধ্যে দুটো সত্বা কাজ করে ,কেউ নিজেদের বাঙালি বলে আবার কেউ নিজেদের মুসলমান বলে। এই দুই সত্বার লড়াই আজও চলছে ফলে এই দ্বন্দ্বে বাঙালিত্ব আক্রান্ত। বাংলাদেশে আজ রবীন্দ্রনাথ আক্রান্ত,বাংলাভাষা আক্রান্ত বঙ্গ সংস্কৃতি আক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত বর্জনের পথে ওপারের বাঙালি। বাংলা ভাষার থেকে ইসলাম ধর্মের প্রতি মোহ বেশি হওয়ার জন্য আজ হিন্দু রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙ্গা, তার লেখা জাতীয় সঙ্গীত বর্জন, সবই বাঙালিত্বের উপর আঘাত। পরে দাবী উঠবে, নজরুলকেও বর্জন কর। কেনো না তিনি হিন্দু দেবদেবী নিয়ে গান লিখেছেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত হয়েও বাংলাদেশে জলের গানের জনপ্রিয় গায়ক রাহুল আনন্দের উপর আক্রমণ। সপরিবারে স্বগৃহ থেকে বিতরণ। তাহলে প্রশ্ন জাগে এর দায় কার? বাঙালির না অন্য কারোর।অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর আগে নিজেদের আত্ম সমীক্ষায় বসা উচিৎ আমাদের। শুধু হিন্দিভাষীদের দোষারোপ করাটা বোধহয় সরলিকৃত হয়ে যাবে। ইংরেজী ও ইসলাম এই দুটোও কম দায়ী নয়? কিন্তু আমরা সেইটাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু হিন্দি হিন্দি করে লাভ হবে কি? আমরা বাঙালিরা আজকাল WhatsApp এ ইংরেজি হরফে লিখি কেনো? বাংলা মাধ্যমে নিজেদের ছেলে মেয়েদের কেনো পড়ায় না,? বাংলা ছবি কেনো বেশি দেখি না।বাংলা গান কেনো পুজো মণ্ডপে বেশি শোনা যায় না? কেনো বাংলা সাহিত্য বেশি পড়ি না?বাড়ির বা দোকানের নাম ফলক কেনো বাংলায় লিখি না? কেনো আজও আমাদের রাজ্যে বাংলা সকলের আবশ্যিক হলো না? অফিস আদালতের কাজ কেনো ইংরেজিতে হবে? বিশেষ কিছু কারণ ছড়া? কোনো হিন্দিভাষী লোক কি আমাদের বারণ করেছে এসব করতে? আমাদের কি সেই স্বাভিমানবোধ আছে? গুজরাট, মহারাষ্ট্রে দেখেছি ছোট ছোট শহর ছেড়েই দিলাম বড় বড় শহরে পর্যন্ত স্থানীয় ভাষায় সব লেখা। বাংলায় সেটা হয় না কেনো? আসলে আমরা নিজেরাই নিজেদের ভাষাকে ভালবাসি না।বাংলা ভাষকে নিয়ে নেই আমাদের স্বাভিমানবোধ। বখতিয়ার খিলজীর পূর্বে বাংলাতে কোনো মুসলমানই ছিল না।মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি তার নিজস্বতা হারাতে শুরু করলো।জল হলো পানি, মৃত্যু হলো ইন্তেকাল, স্নান হলো গোসল, বাবা হলো আব্বু, মা হলো আম্মি। বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গাপুজো, কালীপুজোর বদলে হলো ঈদ, মহরম। শাড়ীর স্থানে এলো বোরখা। এই ভাবে ধীরে ধীরে বাংলার সংস্কৃতি, স্বকীয়তা ইসলামের কাছে হারাতে শুরু করলো। আর ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাবাকে ড্যাডি, মাকে মাম্মি, স্বল্পাহার কে ব্রেকফাস্ট বলে বাঙালিত্বের অবমাননা আমারই করতে শুরু করলাম।

বর্তমানে যারা বাংলাপক্ষ কিছুদিন পূর্বে আর জি কর হত্যা কান্ডে ধৃত অবাঙালি সঞ্জয়ের দ্রুত ফাঁসি দাবী করছে। প্রশ্ন হলো তদন্ত সম্পূর্ণ করে তবে তো ফাঁসি দিতে হবে। এত তাড়া কিসের? প্রকৃত দোষীকে বাঁচানোর চেষ্টা? সত্যি দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি হোক সবাই চায়। কিন্তু আরও রাঘব বোয়ালদের নাম শোনা যাচ্ছে, তারা সব তো বাঙালি। বাঙালি হয়েও বাঙালির শত্রু। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অকারণে নিজ রাজ্যে বাঙালিদের সামনে অশুদ্ধ হিন্দি বলেন কেনো? লোকসভা নির্বাচনে কেন অবাঙালি তিন জনকে মনোনয়ন দিয়ে সংসদের বাঙালির শক্তি হ্রাস করা হলো? কলকাতার মেয়র সাহেব অবাঙালি হয়েও যখন বলেন যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলার অর্ধেক লোক উর্দু বলবে। তখন বাংলাপক্ষ কেনো তার বাড়ি বা অফিসের সামনে বিক্ষোভ বা ধর্না দিলো না? এব্যাপারে বাংলা পক্ষ কী বলেন?

আনন্দকথা

গভীর চিন্তানিমগ্ন হইয়া মণি দেওয়ালে ঠেসান দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণও ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন।

ঠাকুর তাঁহাদের সহিত একটু কথা কহিতেছেন, হঠাৎ মণির কাছে আসিয়া একান্তে আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "কিন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে — রাজা, দুষ্ট লোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে।"

মণির চিন্তাগ্নিতে জল পড়িল। তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন, আত্মহত্যা করে করুক, আমি কি করব?

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — সংসারে বড় ভয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি ও নরেন্দ্রাদির প্রতি) — তাই চৈতন্যদেব বলেছিলেন, "শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই সংসারী জীবের কভু গতি নাই।"

(মণির প্রতি একান্তে একদিন বলিয়াছিলেন) — "ঈশ্বরেতে শুদ্ধাভক্তি যদি না হয়, তাহলে কোন গতি নাই।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বহু মূল্যের সোনার বিস্কুট ও আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার ৩ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার বিস্কুট সহ একটি পাইপ গান এক রাউন্ড কার্তুজ ও একটি ছুরি সহ গ্রেপ্তার তিন দুষ্কৃতী। সিনেমার দৃশ্যকে হার মানাবে এই ঘটনা, এক কথায় চোরের উপর বাটপারি করার মতো ঘটনা। অবশেষে পুলিশের জালে তিন দুষ্কৃতী। বুধবার রাতে অশোকনগর থানায় পুলিশের কাছে খবর আসে তিনজন যুবকের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ। পরবর্তীতে পুলিশ সূত্রে জানা

যায়, বনগাঁ থানা এলাকার বাসিন্দা বিভূতি বিশ্বাস ৬টি সোনার বিস্কুট নিয়ে দত্তপুকুর স্টেশনে এসেছিল। সে সময় কয়েকজন তাকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে চলে আসে অশোকনগর থানার দোগাছিয়া এলাকায়। পরবর্তীতে অশোকনগর থানার পুলিশকে দেখে সেই গাড়ি চম্পট দেয়। দুই যুবক রাজেশ ঠাকুরের বাড়ি বাদুড়িয়া থানায় এলাকায়, শুভঙ্কর হালদার বাড়ি স্বরূপনগর থানা এলাকায়, এই দু'জন বিভূতির কাছ থেকে সোনা ছিনতাইয়ের উদ্দেশে ধস্তাধস্তি করছিল। তিনজনকেই আটক করে অশোকনগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পরবর্তীতে বিভূতির কাছে তল্লাশি চালিয়ে একটি সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় ছয়টি সোনার বিস্কুট এবং শুভঙ্করের কাছ থেকে উদ্ধার হয় পাইপ গান ও এক রাউন্ড কার্তুজ। পাশাপাশি রাজেশ ঠাকুরের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ছুরি। পুলিশ জানিয়েছে, বিভূতি সোনাগুলো নিয়ে যাচ্ছিল তবে কোথায় কেন নিয়ে যাচ্ছিল তা এখনো জানা যায়নি। পাশাপাশি কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি সে। অপর দুই দুষ্কৃতী ছিনতাইয়ের উদ্দেশে বিভূতির কাছ থেকে সোনাগুলো নেওয়ার চেষ্টা করছিল। তিন অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার ১০ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে বৃহস্পতিবার পাঠানো হয় বারাসাত আদালতে।

জলাভূমি ভরাটের চেষ্টার অভিযোগে শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রায় ৩০০ বিঘা জমির ওপর জলাভূমি ভরাটের চেষ্টার অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরেই একটি অসাধু চক্র এই জলাভূমিকে ভরাট করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়।

বর্ধমান শহরের প্রায় ৩০০ বিঘা জমির ওপর জলাভূমি (শশাঙ্ক বিল) ভরাটের চেষ্টার অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই একটি অসাধু চক্র এই জলাভূমিকে ভরাট করার চেষ্টা করছে। কয়েকদিন ধরে রাতের অন্ধকারে আবার জলাভূমি ভরাট করার প্রয়াস চলছে। জেসিবি মেশিন নিয়ে রাতে সেখানে জলাশয় ভরাটের কাজ হচ্ছে। এই জলাশয় ভরাটের বিষয়টি যাতে প্রকাশ্যে না আসে সেজন্য এলাকায় বহিরাগত কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। চুপিসারে জলাশয় ভরাট করা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে।

হাইকোর্টের নির্দেশে বিতর্কিত শশাঙ্ক বিলের জমির চরিত্র বদল করা হয়েছে। অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে জমির চরিত্র বদলের যে দাবি করছে পুরসভা, তাতে বিস্তর গলদ রয়েছে। ২০১৪ সালের ৮ মার্চ পুরসভার চেয়ারম্যান একটি নির্দেশিকা জারি করে। যার মেমো নং ১৯২/১২আই, তারিখ ০৮-০৩-২০১৪। সেখানে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ রয়েছে, হাইকোর্টের আইনজীবীর সাপ্লিমেন্টারি এফিডেভিট অনুযায়ী পুরসভার যে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তাতে জালিয়াতি করা হয়েছে। এফিডেভিট থেকে পরিষ্কার, নো-অবজেকশন সার্টিফিকেটে চেয়ারম্যানের সই জাল করা হয়েছে। পাশাপাশি ফলস মেমো নম্বরও বসানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গড়েন। তাঁর সদস্য ছিলেন তৎকালীন এগজিকিউটিভ অফিসার, পুরসভার সচিব, ল' অফিসার ও আবরান প্ল্যানার। কমিটিকে দ্রুত তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়।

শুধু তাই নয়, পুরসভার চেয়ারম্যান ১০ মার্চ জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে একটি চিঠি দেন। সেই চিঠিতে চেয়ারম্যান পরিষ্কার জানিয়েছেন, পুরসভার তরফ থেকে কোনও নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি এবং সার্টিফিকেটে তাঁর যে সই রয়েছে সেটি জাল। তিনি কোনও চিঠিতে সই করেননি। নো-অবজেকশন সার্টিফিকেটের মেমো নম্বরটিও জাল। পুরসভায় এরপরের বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি।

এরপর চেয়ারম্যান নো-অবজেকশন সার্টিফিকেটের বিষয়ে তাঁর তীব্র আপত্তির কথা জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে জানান। সেই জলাভূমি পরিদর্শনে করতে যান বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ পুরসভার অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত হয় পাশাপাশি কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন পুরসভা। জেলাশাসকের সঙ্গে মিটিংয়ের পরে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার।

পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার বলেন, '২১৫ দাগ নম্বর নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই, কারণ ওটা ওদের কেনা। ২১২, ২১৪ সেই অংশে ওরা এখন কাজ করবে না, যতক্ষণ না জেলা শাসক মহাশয় কোনো সিদ্ধান্ত জানাবেন। আমরা কাজ বন্ধ রাখতে বারণ করেছি একটাই কারণে সেটা ওদের সাথে আমাদের কাগজের কোনো মিল পাচ্ছি না।' জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'যে বিলটা নিয়ে কথা হচ্ছে সেটা একসময় হাইকোর্টের নির্দেশে শালী হয়। শালী হওয়ার পর থেকে সেটা হাউজিং কমপ্লেক্স হয়েছে। বর্তমানে এই জায়গার চরিত্র ১৪দাগ শালী, ১২দাগ শালী, ১৩/৫১ দাগ সেটা কিছুটা বিল আর কিছুটা শালী। আপাতত চেয়ারম্যানের নির্দেশ মোতাবেক কাজ বন্ধ থাকল, পরে পুরসভা ওঁরা ওঁদের রিপোর্ট দিক আমরা আমাদের রিপোর্ট দেব কোনও বৈঠক হলে।'

কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হওয়া সরকারি বাস টার্মিনাস বন্ধ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ২০১৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী ঘটা করে শিলান্যাস করেছিলেন নদিয়ার কৃষ্ণনগর বয়সস্ট্যান্ডের পাশে সরকারি বাস টার্মিনার্সের। প্রকল্পে খরচ হয় কোটি কোটি টাকা। এরপর ২০২১ সালে ২৩ জানুয়ারি সরকারি আধিকারিক, রাজ্যের মন্ত্রীর উপস্থিতিতে উদ্বোধন হয় বাস টার্মিনার্সের। এই রুট থেকে চলত একাধিক দূরপাল্লার সরকারি বাস। তবে ২০২৪ সালে এসে বর্তমানে বন্ধ কৃষ্ণনগরের নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এসবিএসটিসি বাস টার্মিনার্স। যা নিয়ে এখন শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী তরজা। এ বিষয়ে বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, একটা সময় উন্নয়ন পাড়ার মোড়ে মোড়ে থাকত বর্তমানে উন্নয়ন নেই। রাজ্যের সরকার কাটমানি এবং তোলাবাজি করে সরকার চালাচ্ছে। তাই বর্তমানে বাস টার্মিনাস বন্ধ হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের যাতায়াতে ব্যাপক অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। একটা সময় এই বাস টার্মিনাস থেকে বিভিন্ন জায়গায় বাস পরিষেবা হওয়ার কথা জানিয়েছিল জেলা প্রশাসন। দিঘা, পুরীর মতো বিশেষ স্থানেও বাস চলাচলের কথা জানিয়েছিল জেলা প্রশাসন। তবে সে সমস্ত প্রতিশ্রুতি যে মিথ্যে ছিল তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই বন্ধ বাস টার্মিনাস। বিজেপি তরফ থেকে বলা হয়েছে যদি এই বাস টার্মিনাস অবিলম্বে চালু না হয় তাহলে আগামীতে বিজেপি বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে। তবে কোটি কোটি টাকা ব্যয় বাস টার্মিনাস হওয়ার কথা স্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তারা জানাচ্ছেন বেশ কিছু দূরপাল্লার বাস চলাচল করত ঠিকই। তবে বর্তমানে বাস টার্মিনাল বন্ধ। বেশ কিছু কাজ এখনো বাকি রয়েছে। পুরোপুরি কাজ হয়ে গেলে আশা করা যায় নতুনভাবে আবারও বাস পরিষেবা শুরু হবে। তবে বেশ কিছুদিন বাস পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকা সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে তৃণমূলের বক্তব্য নতুন বছরে নতুন নতুন রুটে দূর পাল্লার বাস চলবে এই টার্মিনাস থেকে। এখন দেখার কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে টার্মিনাস তৈরি হল সেই বন্ধ টার্মিনাস থেকে কবে আবারও সরকারি বাস পরিষেবা চালু হয় এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমে নাকি শাসক বিরোধী তরজাতেই আটকে থাকবে এই বাস টার্মিনাস।

মৌমাছির কামড়ে বৃদ্ধর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: লেলে মৌমাছি বা বড় প্রজাতি মৌমাছির কামড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর নাম কৃষ্ণপদ বাউরি (৭৬)। বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের আদ্রা থানার অন্তর্গত ডুমুরাকুড়ি গ্রামে। ঘটনাসূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে কৃষ্ণপদবাবু তাঁর বাড়িতেই খালি গায়ে তেল মেখে রৌদ্রের তাপ নিচ্ছিলেন। ওই সময় বড় প্রজাতির লেলে মৌমাছির দল তাঁকে আক্রমণ করলে পরিবারের আত্মীয়রা তাঁকে চিকিৎসার জন্য রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার গভীর রাতে তাঁর ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে তাঁর দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনার জেরে ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that **Folio No. 37/28822, Equity Shares of face value Rs.1/- (Rupees one only)** each bearing

Distinctive No.	Share Certificate Nos.	No. of Shares
45725321-45726640	26202	1320
2526291691-2526292350	92412	660
3871688762- 3871690741	171170	1980

Of **ITC Ltd**, having its registered office at **Virginia House 37 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 700 071, India**. registered in the name of **Farrokh Rusi Kelawala and Russi B Kelawala (Deceased)** have been lost. **Farrokh Rusi Kelawala** have applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication of this notice.

ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র Bank of Maharashtra

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
শাখা - এস পি মুখার্জি রোড
৩১এ, শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট, এসপি মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৫
ই-মেইল: brmgr715@mahabank.co.in

পক্ষপাত ব্যতীত [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৯/০৪/২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক, ঋণগ্রহীতা **১) জনাব জুলফিকার সেখ এবং রঙ্গিলা বিবি** হাউজিং লোন গ্রহীতাকে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত **২১,৩১,১৮০/- টাকা (একুশ লক্ষ একত্রিশ হাজার একশো আশি টাকা)** বকেয়া এবং ২১.১২.২০২৩ থেকে কার্যকর প্রযোজ্য হারে ভবিষ্যত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে নিম্নে বিবৃত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২৬ নভেম্বর, ২০২৪** তারিখে উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্ট-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উপরে উল্লিখিত রাশি ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক দখল নেওয়া সম্পত্তির বিবরণ নিম্নরূপ:
১) স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
২) অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
আবাসিক সম্পত্তি, নিম্নোক্ত বিশদ অনুযায়ী:
যার দ্বারা বন্ধক: ঋণগ্রহীতা বন্ধকদাতা দ্বরা বন্ধকীকৃত- জনাব জুলফিকার শেখ
একটি সোজা তিনতলা স্বতন্ত্র বিল্ডিং এর সমগ্র দ্বিতীয় ফ্লোর ১৮১৬ বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। যার অবস্থান- মৌজা - গাজীপুর, বিষ্ণুপুর, পোস্ট- কঙ্গনবেড়িয়া, থানা- বিষ্ণুপুর, পিন কোড -৭৪৩৫০৩ নাহাজারী গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গের এখতিয়ার ও পঞ্চায়েত সীমার অধীনে অবস্থিত।
সিএসটি/সার্ভে নং-জেএল নং - ২৪, দাগ নং - এলআর ৩২৫, খতিয়ান নং- এলআর ৪৪১, মৌজা- গাজীপুর, পরিবেষ্টিত: উত্তর- অর্জুন দাস, **পূর্ব**- ৮ ফুট ফ্রন্ট রোড, **দক্ষিণ**- সুমন্ত অধিকারী, **পশ্চিম**- চানী দাস
সেরসাই বিশদ:
সম্পদ আইডি- ২০০০৩৭৯১৬৫৬১
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৩৭৯৮২৬২৬
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট ধরন ন্যায়সঙ্গত বন্ধক
ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরির তারিখ ২৬.০২.২০২০
সিইআরএসএআই পোর্টালে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট নিবন্ধনের তারিখ- ১৭.০৩ ২০২০
সম্পত্তির প্রকৃতি- আবাসিক ফ্ল্যাট: সম্পদের বিবরণ সমগ্র দ্বিতীয় ফ্লোর, প্লট আইডি জেএল ২৪ দাগ ৩২৫ খতিয়ান ৪৪১, এলাকা- গাজীপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭৪৩৫০৩
ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব জুলফিকার সেখ, চার্জ হোল্ডার বিশদ ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র শাখা/ বিএসআর/অফিস কোড- ০২৩০৭৫০

তারিখ: ২৬.১১.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার, (মণীশ কুমার)**
স্থান: কলকাতা **চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা**

ফর্ম জি
কলকাতায় কর্মরত (নন-অপারেটিভ) নাদিয়া কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস্) রেগুলেশনস, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩৬এ (১) অধীনে

ক্র.	প্রাসঙ্গিক বিশদ	
১.	কর্পোরেটে ডেটরের নাম প্যান/সিআইএন/ এলএলপি নং সহ	নাদিয়া কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড প্যান : AACCN8686N CIN : U45400WB2008PTC123956
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৮১/২এ রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	উপলব্ধ নয়
৪.	সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থায়ী সম্পদের অবস্থানের বিবরণ	'দুর্গাপুর রেসিডেন্সি', দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে থানা-দুর্গাপুর, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান
৫.	প্রধান পণ্য / পরিষেবার ইনস্টল করা ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য/ পরিষেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	শূন্য (২০১৬-১৭ এর পরে নিষ্ক্রিয়)
৭	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	শূন্য
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ), ঋণদাতাদের তালিকা, প্রক্রিয়ার পরবর্তী ইভেন্টগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ সহ আরও বিশদ এখানে উপলব্ধ-	২০১৬-১৭ এর আর্থিক বিবৃতি উপলব্ধ। nadiacons.irp@gmail.com/ gm.resolution@yahoo.com - তে আরপি কে মেইল করে পাওয়া যেতে পারে।
৯.	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা এখানে উপলব্ধ -	nadiacons.irp@gmail.com/ gm.resolution@yahoo.com - তে আরপি কে মেইল করে পাওয়া যেতে পারে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	১৯/১২/২০২৪
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	২৯/১২/২০২৪
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৩/০১/২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যু করার তারিখ	১৩/০১/২০২৫
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারক, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারি করার তারিখ	১৮/০১/২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭/০২/২০২৫
১৬.	আগ্রহের প্রকাশ জমা দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়াকরণ ইমেল আইডি	nadiacons.irp@gmail.com

গৌতম মুখার্জী
নাদিয়া কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের রেজোলিউশন প্রফেশনাল
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02696/2022-2023/14170
তারিখ: ২৯/১১/২০২৪ এএফএ ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত বৈধ
স্থান: কলকাতা ৬৪, বিহারী লাল পাল স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১১, কলকাতা-৭০০০৩৬

নিদর্শ এ
জনবিজ্ঞপ্তি
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপটিস বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৬ অধীনে
(ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশনস, ২০১৬)
পি.আর. কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর ক্রেডিটরদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	পি.আর. কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের অন্তর্ভুক্তির তারিখ	০২/০২/২০০৮
৩.	কর্তৃপক্ষ যার অধীনে কর্পোরেট ডেটর অন্তর্ভুক্ত / নিবন্ধিত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ কর্পোরেট ডেটরের সীমায়িত দায়বদ্ধতা সনাক্তকরণ নং	**U51909WB2008PTC122333**
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	'রাইকভা', ৩Aএ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন, ৪র্থ ফ্লোর, রুম নং ১০, থানা-বেলিয়াঘাটা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০১০
৬.	কর্পোরেট ঋণদাতার বিষয়ে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২৭/১১/২০২৪
৭	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের আনুমানিক তারিখ	২৬/০৫/২০২৫
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	অনিল আগরওয়াল IBBI রেজি নং. IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
৯.	বোর্ডের কাছে রেজিস্টার্ড হিসাবে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর ঠিকানা এবং ই-মেইল	ইউনিট নং ৫০৮, ৫ম ফ্লোর, ১৮৬৫ রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৭ ইমেইল- anil@avbassociates.co.in
১০.	ঠিকানা এবং ই-মেইল যা ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর সাথে চিঠিপত্রের জন্য ব্যবহার করা হবে	অফিস-মৌসুমী কো.অপ. হাউজিং সোসাইটি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা- ৭০০০১৯, ইমেল আইডি-prcommerce.ibc@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১১/১২/২০২৪
১২.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা ক্রেডিটরের শ্রেণী,যদি কিছু থাকে, সেকশন ৬ (এ)- এর ক্লজ (বি) অধীনে	উপলব্ধ নয়
১৩.	একটি শ্রেণীতে কাজ করার জন্য চিহ্নিত করা অনুমোদিত ক্রেডিটরের প্রতিনিধি হিসাবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম হয়েছে (প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তিনটি নাম)	উপলব্ধ নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ	(ক) https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (খ) উপলব্ধ নয়

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল এর আদেশে পি.আর. কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে ২৭/১১/২০২৪ তারিখে।
পি.আর. কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর ক্রেডিটরদের ১১/১২/২০২৪ তারিখে বা তার আগে এন্ট্রি নং-১০ এ উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর কাছে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দিতে বলা হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটররা কেবল বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত ক্রেডিটররা ব্যক্তিগতভাবে, পোস্টের মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ দাবিগুলি জমা দিতে পারেন।
এন্ট্রি নং ১২-তে তালিকাভুক্ত একটি শ্রেণিতে অবস্থান করা একজন ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটর, তাঁর পছন্দমতো অনুমোদিত আধিকারিকের ইঙ্গিত দেবেন, এন্ট্রি নং ১৩-তে উল্লিখিত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্যে থেকে, নিদর্শ সিএ-তে শ্রেণির [নির্দিষ্ট শ্রেণী] অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দেওয়ার ফলে জরিমানা করা হবে।

অনিল আগরওয়াল
আইআরপি : পিআর কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড
তারিখ : ২৯/১১/২০২৪ রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধতা- ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৩.০৯.২০২৪ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **সৈয়দ সামিউল হক** পিতা- -সৈয়দ সাফিউল হক, ঠিকানা-গ্রাম- বিনোদপুর, পোস্ট- রামপুরহাট, থানা- রামপুরহাট, জেলা - বীরবুম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২২৪ - কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,৩১,৭৪৬.০০ টাকা (নয় লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশো ছেচল্লিশ টাকা)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **২৫ নভেম্বর, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৯,৩১,৭৪৬.০০ টাকা (নয় লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশো ছেচল্লিশ টাকা)** এবং তার উপর সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রামপুরহাট শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জনাব সৈয়দ সাইফুল হক পিতা-মরহুম সৈয়দ রিয়াজুল হক এর নামে সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, জেলা-বীরভুম, থানা-রামপুরহাট, মৌজা- বিনোদপুর, জে.এল. নং -১৪৯, জয়কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, খতিয়ান নং ৪৭৩, এলআর খতিয়ান নং ১০২৩, প্লট নং ৭৭৬, ৭৭৭, মোট এলাকার পরিমাপ ৫.৫ ডেসিমেল অর্থাৎ ২৩৯৫.৮ বর্গফুট (প্রায়) তথায় থাকা একতলা বিল্ডিং সহ, সীমানাগুলি হল- সীমানা- উত্তরে জাহারুল হকের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে জাহারুল হকের খোলা জমি দ্বারা, পূর্বে মোরাম রাস্তা (গ্রামের পথ), পশ্চিমে আসরাফুল হকের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ২৫.১১.২০২৪, স্থান: রামপুরহাট **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর-২এ, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২,
ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩, ইমেল: bardhaman.assetrecovery@bankofindia.co.in

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত মামলাগুলিতে ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদার/গণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ/সুবিধার মূলধন এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ -এর ১৩(২) ধারায় এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল তাঁদের সর্বশেষ ঠিকানায়, কিন্তু সেগুলি গৃহীত না হয়ে ফিরে আসে এবং এই হিসাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণকে এই পাবলিক নোটিসের মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণের ঠিকানা সহ নাম	সম্পত্তি/সিকিউরিটির বিবরণ	বিজ্ঞপ্তির তারিখ এনপিএ-র তারিখ	১. অনুমোদিত সীমা ২. বকেয়ার পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা :** **শ্রী অক্ষয় বিশ্বাস,** পিতা- শ্রী অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম- মালিয়ানতলা, পোস্ট- বাজিতপুর, থানা- করিমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৫২ **শ্রীমতী সুষমা বিশ্বাস (জামিনদার)** স্বামী- শ্রী অক্ষয় বিশ্বাস, গ্রাম- মালিয়ানতলা, পোস্ট- বাজিতপুর, থানা- করিমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৫২ **জনাব আহেসান আলী (জামিনদার)** পিতা- জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস গ্রাম-রাউতেরা, পোস্ট- পুরানগ্রাম, থানা- এম.ডি. বাজার, জেলা - বীরভূম **শাখার নাম- সিউড়ি শাখা**	জেএল নং ১০৪, এলআর খতিয়ান নং- ৫৭২, এলআর প্লট নং ২১/৮৯৩, মৌজা- ব্রজেরাগ্রাম, পোস্ট ও থানা- সিউড়ি, কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে শ্রী অক্ষয় বিশ্বাসের নামে থাকা ২৬১৮ বর্গফুট পরিমাপের জমি ও বিল্ডিং এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক।	০১.১১.২০২৪ ২৭.০৪.২০২৪	**১. হোম লোন- ১১,০৩,৩৭৫.০০ টাকা** **২. ৮,৬৭,৯২৪.৫৬ টাকা + ২৭.০৪.২০২৪ থেকে কার্যকর ইউসিআই** (আট লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শো চব্বিশ টাকা এবং ছাপ্পান্ন পয়সা মাত্র) (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে বকেয়া) সেইসঙ্গে বার্ষিক @ ১২.৫০% হারে মাসিক অবশিষ্টের উপর যৌগিক সুদ।

বিজ্ঞপ্তির পরিবর্ত পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং বা জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। অপারগ হলে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার (৪) উপধারা অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

তারিখ: ২৭.১১.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: দুর্গাপুর **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)
যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক. বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ
১.	**মেসার্স ওম নমো সিবায়া কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড** গ্রাম -বৈষ্ণবচক, পোস্ট- দেবভোগ, থানা -হলদিয়া, পূর্ব তমলুক, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর -৭২১৬৫৭।	ক) ২,০৬,৩৭,৩৬৮.৪৬ টাকা এ/সি নং - xxxxxxxxxxxxx১৬৫৯ এর অধীনে ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী (এই পরিমানে ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং ৬১,৩৯,৯৩৫.০০ টাকা এসি নং xxxxxxxxxxxx৪৭৭০ এর অধীনে ৩০.১১.২০২৩ তারিখে বকেয়া (এই পরিমানে ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) মোট বকেয়া পরিমাণ ২,৬৭,৭৭,৩০৩.৪৬ টাকা মাত্র অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ। খ) ৩১.০৫.২০২৪ গ) ২৭.১১.২০২৪
২.	**শ্রী মনোজ ভৌমিক** পিতা- মৃত্যুঞ্জয় ভৌমিক, আনন্দধারা হাউজিং ফ্ল্যাট নং এ/৪, ব্লক-বি, গ্রাম- মহাপ্রভুচক, পোস্ট- হলদিয়া, টাউনশিপ থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬০৭।	
৩.	**শ্রীমতী লিপিকা ভৌমিক** স্বামী- মনোজ ভৌমিক, আনন্দধারা হাউজিং ফ্ল্যাট নং এ/৪, ব্লক-বি, গ্রাম- মহাপ্রভুচক, পোস্ট- হলদিয়া, টাউনশিপ থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬০৭।	
৪.	**শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভৌমিক** আনন্দধারা হাউজিং ফ্ল্যাট নং এ/৪, ব্লক-বি, গ্রাম- মহাপ্রভুচক, পোস্ট- হলদিয়া, টাউনশিপ থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬০৭।	
৫.	**শ্রী সরোজ কুমার ভৌমিক** আনন্দধারা হাউজিং ফ্ল্যাট নং এ/৪, ব্লক-বি, গ্রাম- মহাপ্রভুচক, পোস্ট- হলদিয়া, টাউনশিপ থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬০৭।	
৬.	**শ্রী সুজয় কুমার ভৌমিক** আনন্দধারা হাউজিং ফ্ল্যাট নং এ/৪, ব্লক-বি, গ্রাম- মহাপ্রভুচক, পোস্ট- হলদিয়া, টাউনশিপ থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬০৭।	
৭.	**হোটেল ক্লাসিক ইন** দুর্গাচক, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর , ৭২১৬০২।	

সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা

১) ১৭১.০৩ ডেসিমেল পরিমাপে জমি (ইজারা) এবং নির্মাণ এলাকা ৬৪০০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপ করা সমস্ত জমি। মৌজা- ব্রজনাথচক, জেএল নং ১৯৬, দাগ নং ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৫৩৯ এবং ৫৪০, এলআর দাগ নং ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৩৭/৫৩৯ এবং ৩৩৭/৫৪০ এ অবস্থিত। এডি.এস.আর সুতাহাটা এর এখতিয়ারের মধ্যে এবং হলদিয়া পৌরসভার সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা - হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর**: প্লট নং এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই ও জে, **দক্ষিণ**: প্লট নম্বর ও এবং পি দ্বারা, **পূর্ব**: হলদিয়া পৌরসভার জমি দ্বারা, **পশ্চিম**: ৮ মিটার চওড়া রাস্তা দ্বারা।
২) ইউনিট ফ্ল্যাট নং 'ডি/১২০৪' এর সকল যার পরিমাপ ১২৭২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা (একই বা সামান্য কমবেশি) ক্লাসিক রিভেরেইন নামে পরিচিত বহুতল ভবনের ব্লক ২এ-এর ১২ তম ফ্লোরে একটি মাঝারি আকারের গাড়ির জন্য বরাদ্দ ৮০ বর্গফুট পরিমাপের কার পার্কিং এর স্পেস যার নং-৪১ এর অধিকার সহ উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের নীচের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অপরিবর্তনীয় এবং পরিবর্তনশীল শেয়ার এবং বিল্ডিংয়ের উল্লিখিত ফ্ল্যাটের এবং একই সাথে আরও বর্ণনা করা সমস্ত সাধারণ অংশের অংশগুলিতে আনুপাতিক অবিভক্ত অপরিবর্তনীয় পরিবর্তনশীল শেয়ারের সহ যা বিস্তারিত ভাবে তৃতীয় তফসিলে অতঃপর লিখিত এবং দাগ নং ৩৪০, ৩৩৯, ৩৩৮, ৫৩৯ এবং ৫৪০ প্লট নং কে, এল, এম, এন, পি এবং এ হিসাবে চিহ্নিত এবং হলদিয়া পৌরসভার ২৫ নং ওয়ার্ডের অধীন মৌজা- ব্রজনাথচকে অবস্থিত জেএল নং ১৯৬ এডিএসআরও সুতাহাটা এর অধীনে, থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর।
৩) 'আনন্দধারা হাউজিং কমপ্লেক্স ফেজ -২' নামে পরিচিত বিল্ডিং এর ব্লক , বি এর ৪র্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং এ-৪ এর সকল, প্লট নং ১৪, মহাপ্রভুচক (টাউনশিপ) মৌজায় মহকুমা হলদিয়ার অধীনে জেএল নং ২০১ এ নির্মিত, থানা - হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, ১০৭০ বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এলাকা নিয়ে গঠিত। ১২৫ বর্গফুট এলাকা নিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ। (লিজ হোল্ড সম্পত্তি)।

তারিখ: ২৯.১১.২০২৪, **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান: কলকাতা **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ**

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-কলকাতা
১৫ বন্দেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৯ যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২
ইমেইল : head.arbkolkata@kvbmail.com

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী

ই-অকশনের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রির জন্য সংশ্লিষ্ট **ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-অকশন তারিখ- ২৩.১২.২০২৪, সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত এ/সি. ১) মেসার্স আঁচল সিমেন্ট লিমিটেড এবং ২) মেসার্স আঁচল কালেকশন লিমিটেডে** এই পত্রিকায় ২৮.১১.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।
এই নোটিশে, **ক্র নং ২-এ উল্লেখিত সম্পত্তি আইটেম নং ৩ ও আইটেম নং ৪** যার *রিজার্ভ মূল্য প্রতিটির ৪,৫২,০০,০০০/- টাকা* এবং ২৩.১২.২০২৪ তারিখের পরিচালিত ই-অকশন থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এর জন্য কোন **বিডিং গ্রহণ করা হবে না**। (উভয় ঋণগ্রহীতার জন্য অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির ই অকশন অপরিবর্তিত থাকবে)

স্বা/-
তারিখ: ২৮.১১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর
ইউসিপি-২৩, বেঙ্গল অম্বুজা,সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন-৭১৩২১৬, ফোন: ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

লীজে প্রেমিসেস প্রয়োজন

ব্যাঙ্কের জন্য **৬০ থেকে ১০০ বর্গফুট** কার্পেট এলাকা পরিমাপের একটি সুনির্মিত বাণিজ্যিক জায়গা প্রয়োজন **গ্রাউন্ড ফ্লোরে এটিএম -এর জন্য** প্রস্তুত প্রেমিসেসে **পার্কাস রোড বর্ধমানে,** বিদ্যমান **বর্ধমান প্রধান শাখা জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ** প্রেমিসেসের ৫০০ মিটার পরিসরের মধ্যে। আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx** বা ই-প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল **www.eprocure.gov.in/epublish/app** দেখুন। **নির্ধারিত ফরম্যাটে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮/১২/২০২৪ বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত।**
"**প্রযুক্তিগত বিড**" এবং "**প্রাইস বিড**" অফার সহ কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ড্রয়িং **দুটি আলাদা সিল করা কভারে গৃহীত হবে যা ১. প্রযুক্তিগত বিড ২. প্রাইস বিড সুপারস্ক্রাইব করা।** সম্পূর্ণরূপে পূরণকৃত ফর্মটি **আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুরের** উপরে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে বা তার আগে উল্লিখিত ঠিকানায় জমা দিতে হবে।
টেকনিকাল বিড ১৮.১২.২০২৪ তারিখে বিকাল ০৫.০০ টায় উপরোক্ত ঠিকানায় **খোলা হবে।** দরপত্র খোলার সময় জমির মালিক/তাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকতে পারেন। কোন দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর থাকার অনুমতি নেই।
কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোন বা সকল বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) প্রদানপূর্বক নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি/গুলি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি/পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকা এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/জামিনদার এর নাম ও ঠিকানা শাখার নাম সহ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমান (টাকায়)
ঋণগ্রহীতা: জনাব সফিকুল ইসলাম বিশ্বাস এবং মিসেস পারমিনা বেগম (জামিনদার/বন্ধকদাতা) শাখা: সুন্দিপুকুর	ক. তথায় থাকা ১৭৪৫ বর্গফুট পরিমাপের একটি আবাসিক ভবন সহ ৪.০০ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-মাটিকুমড়া, দাগ নং ৫৪২, জেএল নং ৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৬৯৫, হাল এল আর খতিয়ান নং ২০৩৯, চৌরাশি জিপির মধ্যে, গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা মিসেস পারমিনা বেগমের নামে, ২৯.১২.২০০৯ তারিখের দলিল নং ৬৭৮৬/২০০৯। **চৌহদ্দি: উত্তরে**- আলা উদ্দিন বিশ্বাসের খালি জমি দ্বারা। **দক্ষিণে**- পৃথিবা থেকে বড়চাঁপা সড়কের পরে সফিকুল ইসলাম বিশ্বাসের খালি জমি। (মোঃ সফিকুল ইসলাম বিশ্বাসের রিপোর্ট অনুযায়ী পারভিনা বেগমের বাড়ি)। **পূর্বে**- সরিফুল বিশ্বাসের বিদ্যমান একতলা ভবন। **পশ্চিমে**- ফজিলা বিবির বিদ্যমান দ্বিতল ভবন।	১) ২২/০৮/২০২৪ ২) ২৭/১১/২০২৪ ৩) ১৫,৪২,২৮০.৭৭/-টাকা ২০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী (শব্দে- পনের লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত আশি টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা মাত্র) তদুপরি আরো অনাদায়ী সুদ
ঋণগ্রহীতা: জনাব সফিকুল ইসলাম বিশ্বাস শাখা: সুন্দিপুকুর	ক. ১৭৪২ বর্গফুট কার্পেট এলাকা পরিমাপের আংশিক আবাসিক নির্মাণ সহ ৪.৩৩ ডেসিমেল বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস ও এলআর দাগ নং ১৯৬, এলআর খতিয়ান নং ৭০, ১৮৯, হাল এলআর খতিয়ান নং ১০৪০ জেএল নং ৫৩, মৌজা সিরাজপুর, গ্রাম-সিরাজপুর বুড়িরহাট, পোস্ট-চাকলা, থানা-দেগঙ্গা, হাসার মোড়ের কাছে, চাকলা জিপির অধীনে, ২৪ পরগনা (উঃ), দলিল নং আই-৪৮৫৮/২০১৮ তারিখ- ২৯.০৬. ২০১৮ জনাব সফিকুল ইসলাম বিশ্বাসের নামে। **চৌহদ্দি: উত্তরে**- নূর ইসলামের নির্মাণাধীন ভবন দ্বারা। **দক্ষিণে**- সহিদুল ইসলামের খোলা জমি দ্বারা। **পূর্বে**- চাকলা রোড। **পশ্চিমে**- এমদাদ হোসেনের পুকুর দ্বারা।	১) ২২/০৮/২০২৪ ২) ২৭/১১/২০২৪ ৩) ২০,৮৪,৪৪০/- টাকা ২০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী (শব্দে- কুড়ি লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো চল্লিশ টাকা মাত্র) তদুপরি আরো অনাদায়ী সুদ

স্থান: সুন্দিপুকুর স্বা/- চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ২৭/১১/২০২৪ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বেআইনি বালি কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান প্রশাসনের

বৈধ খাদানেই পুলিশি অভিযানের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈধ বালি খাদান বন্ধের জন্য প্রশাসন ও পুলিশকে কঠোর হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশের পরই পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের চলবলপুর এলাকায় দামোদর নদে একটি বালিঘাটে অভিযান চালিয়ে ৯ জনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি বালি তোলার মেশিনও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। যদিও পরবর্তীতে ধৃতরা সকলেই আদালত থেকে জামিন পেয়ে যায়।

ধৃতদের বেশির ভাগই লরিচালক। এছাড়া রয়েছেন খাদানের ম্যানেজার এবং দামোদর থেকে বালি তোলার কাজে যুক্ত মেশিন চালকেরা। ধৃতদের কারও বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাশীপুর, বীরভূমের খয়রাশোল, হুগলির পাণ্ডুয়ায়। আবার কারও নদিয়ার তেহট্ট, পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড় ও জামালপুর এলাকায় বাড়ি বলে জানা গিয়েছে। বিচারক ধৃতদের মধ্যে তিনজনকে পুলিশি হেপাজত ও বাকিদের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।*

পুলিশের দাবি, জামালপুর থানার বেরুগ্রাম অঞ্চলের চলবলপুরে দামোদর নদ থেকে মেশিনের সাহায্যে অবৈধ ভাবে বালি তুলে তা লরিতে ভরে পাচারের প্রস্তুতি চলছিল। সেখানে মজুদ বালির চালান ব্যবহার করে নদী থেকে বালি তুলে গাড়িতে লোড করা হচ্ছিল। সেই খবর পেয়েই অভিযান চালায় জামালপুর থানার পুলিশ। হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় সকলকে। যদিও যে বালি ঘাটে পুলিশ গত ২৪ নভেম্বর অভিযান চালিয়েছিল।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই খাদানটি জেলাশাসক অনুমোদিত বৈধ ঘাট। দামোদর নদ থেকে বালি তোলা, মজুদ ও পরিবহনের সরকারি বৈধ অনুমতি রয়েছে তাদের। তবে ২৭ তারিখ ঘাটটির বৈধতা অর্থাৎ মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, গত ১৮ নভেম্বর বর্ষাকালীন নদনদী থেকে বালি উত্তোলন বন্ধের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয় জেলাশাসক। আর তারপরই দামোদর নদ থেকে বালি তোলার কাজ শুরু করেছিল ঘাট কর্তৃপক্ষ। তাদের অভিযোগ, আচমকা জামালপুর থানার পুলিশ গভীর রাতে অভিযানে নেমে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

জামালপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক প্রত্যুষ বাগ জানিয়েছেন, 'বেরুগ্রাম অঞ্চলের* চলবলপুরে পুলিশি অভিযানের বিষয়ে তার কাছে কোনও তথ্য ছিল না। যে বালি ঘাটটিতে অভিযান চালানো হয়েছে, সেই ঘাটটি জেলাশাসক অনুমোদিত বৈধ বালিঘাট। তারা ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে জামালপুরের সমস্ত বৈধ বালিঘাটের তালিকা পাঠিয়েছেন। তবে অবৈধ ভাবে দামোদর থেকে বালি উত্তোলনের অভিযোগ আসলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

অন্যদিকে বালি ঘাটটির ম্যানেজার লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ জানিয়েছেন, 'গত ২৭ তারিখ পর্যন্ত তাদের ঘাটটি সরকারি ভাবে বৈধ ছিল। সেখানে বালি তোলা বা মজুদ করার অনুমতিও ছিল। কিন্তু ২৪তারিখ গভীর রাতে পুলিশ আচমকা অভিযান চালিয়ে তাদের ঘাটে এসে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। ধৃতরা মুক্তি পেয়েছে। তবে সরকার অনুমোদিত বৈধ ঘাটগুলোতে পুলিশি হয়রানি বন্ধ করে অবৈধ কারবারিদের দিকে যদি পুলিশ নজর দেয় সেক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়বে। কারণ তারা সরকারের ঘরে কোটি কোটি টাকা জমা করে বৈধ ভাবে ব্যবসা করছেন।'

জেলাশাসক আয়েশা রানি এ জানিয়েছেন, বিভিন্ন বেআইনি বালিঘাটে অভিযান চলছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জায়গা থেকে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশকে এই বিষয়ে তারা একটা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কেউ নকল চালান নিয়ে বালি পাচার করলে পুলিশ সেটা পোর্টালের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে পারবে। এছাড়াও অভিযানে নেমে কোথাও ওভারলোডিং দেখা গেলেও তাদের জরিমানা করা হচ্ছে।

রেশনে খাদ্য দ্রব্য-না পেয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারা রাজ্য জুড়ে যখন রেশন দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় চলছে তখন রেশন না পেয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ গ্রামবাসীর। রেশন ডিলারের পাশাপাশি প্রশাসনের উপর গ্রামের গরিব মানুষ রেশন না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার গোঘাট এক নম্বর ব্লকের শুনিয়া গ্রামে। অভিযোগ রেশন ডিলার ডিউ স্লিপ লিখে বকেয়া রেখেছে চাল ও আটা। প্রতিবাদে নভেম্বর মাসের রেশন তুলছেন না উপভোক্তারা। উপভোক্তাদের দাবি বকেয়া চাল ও আটা এই মাসের রেশনের সঙ্গেই দিতে হবে। উপভোক্তাদের আরো দাবি মেশিন থেকে যে সমস্ত স্লিপ বের হয় তা রেশন ডিলারের লোকজন ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তারা স্লিপ নিয়ে বাড়ি যেতে পারেন না এমনটাই অভিযোগ। ওই গ্রামের মানুষের আরও অভিযোগ দুই তিন মাস ধরে তারা রেশন পাচ্ছেন না। রেশনের জন্য সাদা কাগজে বরাদ্দকৃত চাল ও আটার পরিমাণ লেখা হচ্ছে। আবার রেশনের জন্য কম্পিউটারাইজ স্লিপ দেওয়া থেকে শুরু করে মোবাইলে মেসেজ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু রেশনের চাল ও আটা পাচ্ছেন ওই

গ্রামের মানুষ বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ওই গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, গ্রামের মানুষ রীতিমতো রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করে এবং তাদের ন্যায্য পাওনার দাবি জানায়। এই বিষয়ে ওই গ্রামের গৃহবধূ বিউটি ঘোষ বলেন, রেশনের স্লিপ দেয় না। স্লিপ রেশন ডিলারের লোক ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ২৭ কেজি চাল বাকি আছে।

সুপর্ণা ঘোষ বলেন, দুই মাস ধরে রেশন পায়নি। ডিউ বলে লিখে দেয়। এক মাসের করে চাল বরাবর বাকি থাকে। অন্যদিকে রেশন ডিলার গোঁড়াচাঁদ গায়েন বলেন, আইনের দিক থেকে ঠিক আছি। ডিউ এর একটা ব্যাপার আছে। নভেম্বরের রেশনের মাল নিতে হলে নাও, না হলে চলে যাব। ডিলারের এই বক্তব্যের পরেই বিক্ষোভ বাড়ে। এই বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি বিজয় রায় জানান, খবরটা পেয়েছিলেন। ডিলারকে ডাকা হয়েছে। বিডিও থেকে এসডিওকে জানানো হবে। ওই এলাকার মানুষ যাতে রেশন পায় সেই বিষয়ে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আশা করছি সমস্যা মিটে যাবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার গোঘাটের শুনিয়া এলাকার মানুষ সময় মতো মাসে মাসে রেশন পান কিনা এবং প্রশাসন অসাধু ডিলারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৭ জনকে ফাঁসির সাজা চুঁচুড়া আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একযোগে ৭ জনকে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত। বড় রায় চুঁচুড়া আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের। চার বছর আগের একটি খুনের ঘটনায় ২৫ নভেম্বর ৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। বৃহস্পতিবার সাজা শোনান বিচারক শিবশঙ্কর ঘোষ।

জানা যাচ্ছে, ঘটনার নেপথ্যে ছিল ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনা। ২০২০ সালের ১১ অক্টোবর চুঁচুড়া শহরের জনবহুল এলাকা রায়ের-বেড় থেকে বছর তেইশের যুবক বিষ্ণু মালকে বাড়ির সামনে থেকেই বাইকে করে তুলে নিয়ে যায় বিশাল দাস ও তাঁর সাগরেদরা। ওই রাতেই চাঁপদানি এলাকায় বিষ্ণুকে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে বিশালের বিরুদ্ধে। আলাদা করে ফেলা হয় মাথা। দেহ কেটে ছয় টুকরো করা হয়। পরে তা প্যাকেটে করে শেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটির বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়। সেই সময় এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল এলাকায়। তখন থেকেই উঠছিল ফাঁসির দাবি।

এদিকে পুলিশ ধরতেই নিজেরাই সব ঘটনা খুলে বলে বিশালের শাগরেদরা। পুলিশি জেরায় বিষ্ণুর দেহের কেটে ফেলা অংশ কোথায় কোথায় ফেলা হয় তা জানায় দুষ্কৃতীরা। সেই রেশ ধরে বাকি দেহাংশের খোঁজ মিললেও কাটা মাথার খোঁজ মেলেনি। এদিকে তখনও ধরা পড়েনি বিশাল। ওই বছরই ৩ নভেম্বর তাঁকে এলাকার লোকজন দেখতে পেয়ে ধরতে গেলে গুলিও চালায়। তবে পালাতে পারেনি। চন্দননগর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। আনা হয় চুঁচুড়া থানায়। সেখানেই কাটা মাথা কোথায় ফেলেছে তার সন্ধান দেয় পুলিশকে। বৈদ্যবাটি খালের ধার থেকে প্লাস্টিকে মোড়ানো অবস্থায় মুন্ডু উদ্ধার করে পুলিশ। হাড়হিম করা এই ঘটনায় ততক্ষণে তোলপাড় চলছে সংবাদমাধ্যমে।

বিশাল দাস ছাড়াও ফাঁসির সাজা হয়েছে রামকৃষ্ণ মণ্ডল, রথীন সিংহ, রাজকুমার প্রামাণিক, রতন ব্যাপারী, বিনোদ দাস, বিপ্লব বিশ্বাস, মান্তু ঘোষ ও সেখ মিন্টুর। সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, '৩৪ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু একটা মেয়েকে ভালোবাসত। সেই প্রেমের কারণেই এই ঘটনা। মুরগি কাটার চপার দিয়ে টুকরো করে কাটে দেহ। এটা একেবারে বিরলতম ঘটনা। ৭ জনের ফাঁসির সাজা হয়েছে। আর বাকি একজনের সাত বছরের জেল হয়েছে।'

অব্যবহৃত নার্স-চিকিৎসকদের কোয়ার্টার মদ্যপদের মুক্তাঞ্চল !

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাসপাতালে নেই নিরাপত্তারক্ষী, নেই আলোর ব্যবস্থা, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাতের অন্ধকারে বহিরাগত আর মদ্যপদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয় বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অব্যবহৃত নার্স-চিকিৎসকদের কোয়ার্টারগুলি, এমনটাই অভিযোগ। কোথাও পড়ে রয়েছে একাধিক মদের বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস, কোথাও বা অন্যান্য নেশার দ্রব্য। স্থানীয় ও কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবি, এই ছবিটা নতুন কিছু নয়, দীর্ঘদিন ধরেই সন্ধ্যা নামলেই হাসপাতালের অব্যবহৃত কোয়ার্টারগুলিতে মদ-জুয়ার আড্ডা বসে। এক্ষেত্রে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের করার কিছুই নেই। বহিরাগতদের মুক্তাঞ্চল হয়ে পড়েছে এই এলাকা। এই অবস্থায় প্রশাসনকে আরও বেশি কড়া হতে হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

ডেপুটি সিএমওএইচ-৩ ডাঃ সজল বিশ্বাস এবিষয়ে বলেন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। তবে আরজি কর ঘটনার পর আদালতের নির্দেশে হাসপাতালগুলি থেকে সিভিক ভলান্টিয়ার তুলে নেওয়া হয়েছে। ওই জায়গায় পুলিশকর্মী নিয়োগের কথা। চিকিৎসক - স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এবিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তর কথা বলবে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশের অবস্থা আফগানিস্তানের মতো হবে, দাবি দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাংলাদেশের ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ। এইসব ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের ওপর অত্যাচার হলে নিশ্চুপ থাকেন বলে দাবি করেন দিলীপ ঘোষ। কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা তাদের পিতৃপুরুষের জমিতে রয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বিরাট অবদান আছে তাদের। বহু মানুষ বলিদান দিয়েছেন। কিন্তু কিছু মৌলবাদী বারবার সুযোগ পেলে তাদের ওপর অত্যাচার করে, তাদের জমি জায়গা দখল করে । ভারতবিরোধী মৌলবাদী শক্তি ওখানে সক্রিয় হয়েছে। আজ সরকার নেই একপ্রকার ওখানে দরিদ্র, দুর্বল হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, এক সন্ন্যাসীকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, উনি যে কোথায় আছেন জানা নেই। এটা ঘোর নিন্দা করছি। সারা বিশ্ব দেখছে, এই যে শুরু হয়েছে একটা আইনশৃঙ্খলার অচল অবস্থা। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আফগানিস্তানের মতো হবে। ওখানেও মূর্তি ভাঙা হয়েছিল, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল, মানুষকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল এমন পরিস্থিতি হয়েছিল সেখানে। এই উৎপাত যারা করছে, মৌলবাদীরা সন্ত্রাসবাদীরা তারা বাংলাদেশকে সর্বনাশ করবে । পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা ও ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে।

তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দেখছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ওখানে কথা বলা উচিত, ওখানে কোনও সরকারই নেই দায়িত্ব কে নেবে। যে উগ্রপন্থীরা প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি লুঠ করে, তাদের সামলাবে কে । তারাই এখন সরকার চালাচ্ছে। একজন ৮৪ বছরের মানুষ আছেন তিনি দেখতে শুনতে পান না তিনি কার উপদেষ্টা বোঝা যাচ্ছে না। শুধু হিন্দুরা নয় অন্যরা ওখানে অত্যাচারিত হয়েছে। কিছু দুষ্কৃতকারী খুন জখম করে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়ার দেখা উচিত ওখানকার মানুষ যাতে শান্তিতে থাকে। পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য দাবি করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে কী করা উচিত, পড়শি দেশের শান্তি থাকুক সেটা আমরা চাই। আমাদের খাবে

আবার হিন্দুর ওপর অত্যাচার করবে, আমাদের তো কিছু করতে হবে। আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না। ভারতবর্ষে একটা চোর, ডাকাত মারা গেলে আরব দেশ থেকে আওয়াজ ওঠে।'

'আজ হিন্দুরা ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে, আর ওই হিন্দুরা বাঙালি। এখানে টিএমসিরা কথায় কথায় বাঙালি বলে লাফায়, অত্যাচার হচ্ছে কেন কিছু বলছে না। তারা কি বাঙালি নয়। ভোটের জন্য চুপ করে আছেন। লোকসভা ভোটে মন্তেশ্বরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবে জয় লাভ করেছে, তৃণমূল। তার পরেও ভয়ের পরিবেশ আছে সেজন্য প্রচারের সময় অতটা শক্তিশালী হয়ে কাজ করিনি। আজ এসে সবার সঙ্গে দেখা করছি। এখনকার মানুষরা বিজেপির সঙ্গে আছেন, দাপট করে গুন্ডামি করে বেশিদিন সরকারে থাকতে পারে না।' বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানে বিজেপির সদস্য পদ সংগ্রহ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

সাম্প্রতিক বিধানসভার উপনির্বাচনের বিজেপির ভরাডুবি নিয়ে দিলীপবাবু বলেন, 'উপনির্বাচনে এমনটি হয়, ফলাফল শাসকদলের পক্ষেই যায়। এ নিয়ে আমরা ভাবিত নই।' দিলীপবাবু দলের নেতা কর্মীদের এই কর্মসূচি সফল করার নির্দেশ দেন। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ কিছু মৌলবাদীরা এখনও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে যাচ্ছে। হাসিনা সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন সংখ্যালঘুদের প্রোটেকশন দিয়েছিল। তাই তাঁকে সরে যেতে হয়েছে। এখন হাসিনা সরকার নাই তাই এখনও কিছু মৌলবাদীরা ভারত বিদ্বেষী হয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে চলছে।'

তিনি বলেন, '৭৫ লক্ষ বাড়ি এসেছে বাংলায় কিন্তু কোথাও কোনও বাড়ি দেখতে পাবেন না, সব বাড়ির টাকা তৃণমূল নেতাদের পকেটে ঢুকেছে।' বর্ধমানের মন্তেশ্বর, ছাড়াও এদিন মালম্বা, সাতগাছিয়া, মেমারীসহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে নেমেছিলেন তিনি। অন্যদিকে আবাস যোজনার বাড়ি নিয়ে দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের পালটা প্রতিক্রিয়া দিয়ে তৃণমূলের জেলার নেতা তথা মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আহম্মেদ হোসেন বলেন, ২০২৪ এ বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন দিলীপ ঘোষ, বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন তিনি। তাই দিশাহীন কথা বলছেন। ঠিক করে গ্রামে যাননি দিলীপ ঘোষ, গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন আবাস যোজনার ঘর হয়েছে কি হয়নি। সঠিক তথ্য মানুষ দেবে। এক এক করে তো সবাই বিজেপি ছেড়ে চলে যাচ্ছে তৃণমূলে। ফলে বিজেপির এখন এমন হাল যে হাটে বাজারে ঘুরে লোক ধরে ধরে আর গরিব মানুষদের ভুল বুঝিয়ে বিজেপির সদস্য করতে হচ্ছে। যতই চেষ্টা করুক মানুষ তৃণমূলের পাশেই আছে।

বৃহস্পতিবার বিজেপির সদস্য পদ সংগ্রহ অভিযানে মন্তেশ্বরের বাজারে, দোকানে ঘুরলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য নেতা দিলীপ ঘোষ। বিজেপির নেতা দিলীপ ঘোষ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মন্তেশ্বর সবজির বাজারের বিক্রেতা ও দোকানদারদের সদস্য করেন। এদিন দিলীপ ঘোষের সঙ্গে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে ছিলেন এলাকার বিজেপির মণ্ডল কমিটির সভাপতি ঝুলন হাজরা, বিজেপির জেলার নেতা, তথা প্রাক্তন বিধায়ক সৈকত পাঁজা, বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ পোদ্দার, জেলার নেতা সুপ্রকাশ মন্ডল, তড়িৎ কান্তি রায়, সহ আরো অনেকে।

সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচিতে উখড়ায় বিজেপির রাজ্যনেতা রাজু ব্যানার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বৃহস্পতিবার সকালে জনসংযোগ ও বিজেপির দলীয় সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচিতে অন্ডালের উখরা গ্রামে আসেন বিজেপি দলের রাজ্য নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। উখড়া সিনেমা হল এলাকায় তিনি চা চক্রে যোগ দেন। দলীয় কর্মীদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক করেন। সদস্য সংগ্রহ বাড়াতে কর্মীদের পরামর্শ দেন তিনি।

বাংলায় উপনির্বাচনে দলের ভরাডুবি প্রসঙ্গে রাজুবাবু বলেন, পশ্চিমবাংলায় অবাধ নির্বাচন হয় না। সন্ত্রাস করে ভোটে জেতে তৃণমূল। উপনির্বাচনেরও তাই হয়েছে।

শাসকদলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেই বিজেপি লড়ছে। একসময় এ রাজ্যে বিজেপির ভোট ছিল ৫ শতাংশ। এখন বিজেপির ভোট ৪০ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ২০২৬ সালে তৃণমূলকে বিদায় দিয়ে এই রাজ্যে সরকার গড়বে বিজেপি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাজুবাবু।

বলেন, হিন্দু শূন্য করার চেষ্টা চলছে বাংলাদেশে। সেখানে হিন্দুদের দুর্গাপুজো সহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অতীতেও বাংলাদেশ হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়েছে। যার ফলে সে দেশে হিন্দুর সংখ্যা কমে গিয়েছে। এখন হিন্দুমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাইছে সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার। ভারত সরকার সে দেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। একমাত্র বিজেপি দল হিন্দুদের পাশে রয়েছে। তাদের রক্ষা করতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

উচ্চ ফলনশীল ধান চাষে সাফল্য পূর্ব মেদিনীপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: উচ্চ ফলনশীল ধানচাষে সাফল্য মিলল পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান নুজিভীডু সিডস জানিয়েছে, তাদের গবেষণায় তৈরি 'ইন্দ্রাণী' এন পি ৭০৬১ নামে ধান বীজ উৎপাদনে ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করবে।

পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গে শুধু ধান উৎপাদন কমেছে এমন নয়, সামগ্রিক ভাবে কৃষিজাত উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এজন্য মূলত জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করা হয়েছে। এই সমস্যা মেটাতেই উচ্চফলনশীল শস্যের দিকে ঝুঁকছেন সকলে। এই ধরনের ধানগাছের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি বলে পোকামাকড়ের আক্রমণে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও কম।

নতুন এই ধানবীজ বিভিন্ন ধরনের মাটি ও জলবায়ু অনুযায়ী, কৃষকদের তারা বীজ সরবরাহ করে। এই ধরনের বীজ থেকে উৎপন্ন গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, উচ্চ ফলনের সম্ভাবনাও থাকে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের কৃষ্ণপুর গ্রামের চাষিরা ইন্দ্রাণী ধান চাষে ভালো সাফল্য পেয়েছে। কারণ বন্যায় বেশ কয়েকদিন ক্ষেত ডুবে থাকলেও এই গাছের তেমন ক্ষতি হয়

না। শিসের দৈর্ঘ্য বেশ বড় হওয়ায় ধান কাটতেও খুব সুবিধা হয়। তাছাড়া দানাগুলিও বেশ পুরুষ্টু। এই ধানচাষে কৃষকদের সাফল্য প্রচার করতে পূর্ব মেদিনীপুরের বীরবরপুরের সারসা গ্রামে এবং পটাশপুরের কৃষ্ণপুর গ্রামে সেলিব্রিটি মেগা শো অনুষ্ঠীত হয়। ছিলেন কৌতুকাভিনেতা মাকু এবং বোলপুরের শিল্পী উত্তম দাস বাউল। ইন্দ্রাণী নিয়ে গান শোনান উত্তম দাস বাউল। অনুষ্ঠানে কৌতুকাভিনেতা মাকু কৌতুকের মাধ্যমে চাষিদের বোঝান এই ধানচাষে কেমন লাভ হয়।

কর্তৃপক্ষের আশা, এই ধান চাষ করলে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থারও দ্রুত উন্নতি হবে। আশ্চর্যের বিষয়, কাটা পর্যন্ত গাছ পড়ে যায় না। সবগুলি সমান মাপের লম্বা শিস। একসঙ্গে সব ধান পাকে তাই কাটা সহজ এবং ফসল পাওয়া যায় বেশি।

প্রয়াত বামনেত্রী, দেহ দান পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ৬৩ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন কাঁকসার বাসিন্দা তথা সিপিআইএম এর মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা,দলের জেলা কমিটির সদস্য বন্দনা মণ্ডল। বুধবার গভীর রাত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তঁার প্রয়াণে শোকাহত দলের কর্মী সমর্থকেরা। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর দেহ শোক মিছিল করে তাঁর বাড়ি থেকে পানাগড় বাজারের দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তঁাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান দলের কর্মী সমর্থকরা।

এদিন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হন সিপিএমের রাজ্য যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি ও জেলার বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। বাম কর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁর প্রয়াণে দলের অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে। গত দেড় বছর ধরে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। নেত্রীর মৃত্যুর খবর পেয়ে সকলেই শোকাহত হয়ে পড়েন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে

তাঁর দেখানো পথ তাঁরা অনুসরণ করে চলবেন আগামী দিন।

পানাগড় বাজারে সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর বন্দনা মণ্ডলের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় কাঁকসার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। কর্মীরা জানিয়েছেন, মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর দেহ মানুষের কল্যাণে চিকিৎসার উন্নতির জন্য দান করে গিয়েছেন। সেইমতো তাঁর দেহ রাখা হবে কাঁকসার মলানদিঘির একটি বেসরকারি হাসপাতালে।

মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ঋণ প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মহিলাদের আর্থিক ভিত মজবুত করে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান ব্যাংকের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহিলা স্বসহায়ক দল, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও মৃৎ শিল্পীদের মোট ১৫১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরের প্রদ্যোৎ স্মৃতি ভবনে এই ঋণ মেলায় ৫১৩ টি স্বসহায়ক দলের মহিলারা অংশ নেন। তাঁরা হাঁস, মুরগি পালন, স্কুলের পড়ুয়াদের পোশাক, গয়না বড়ি, মাদুর কাঠির সামগ্রী, ধূপ ও সাবান তৈরি করেন। ইন্ডিয়ান ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার (গ্রামীণ) চন্দ্রশেখর ভি, জেনারেল ম্যানেজার (ফিল্ড) রাজেশকুমার সিং, জোনাল ম্যানেজার মিথিলেশ কুমার এই ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিন জেলায় ব্যাংকের ৮৫ টি শাখা থেকে এই ঋণ দেওয়া হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার জানান, মহিলারা আর্থিকভাবে যত স্বাবলম্বী হবেন ততই সমাজের উপকার হবে। এর সুফল সকলেই পাবেন।

রিষড়া সেবাসদন হাসপাতালের পরিকাঠামো সংস্কারে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্বাস্থ্য পরিষেবায় গতি আনতে রিষড়া সেবাসদন হাসপাতালের পরিকাঠামোর আমূল সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। একেবারে নতুন ভাবে সেবা সদনকে চালু করতে রাজ্য সরকার ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। রিষড়া সেবা সদন হাসপাতালে ভূমিপুজোর মধ্যে দিয়ে ওই পরিকাঠামো সংস্কারের কাজ শুরু হলো। শুক্রবার পুরোদমে ওই কাজ শুরু হবে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

রিষড়া পুরসভার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র বলেন, 'পরিকাঠামো সংস্কারের কাজ শুক্রবার শুরু হচ্ছে। ২০২৫ সালের মধ্যেই চালু হবে ৫০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল। তবে সেবা সদনের যে পুরোনো আদল ছিল, সেটা বজায় রেখেই নতুন ভাবে তাকে সাজানো হবে। চালু হবে ইন্ডোর ও আউটডোর পরিষেবাও।' প্রশাসন সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে জমি সংক্রান্ত জটিলতা ছিল। সেটা কাটিয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গ্রামীণ হাসপাতালের আদলে রিষড়া সেবা সদনকে একটি ছোট হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। নতুন হাসপাতাল প্রাথমিক ভাবে হবে ৫০ শয্যার। সেখানে রক্তের বিভিন্ন জটিল পরীক্ষার পাশাপাশি আলট্রাসোনোগ্রাফি, এক্স,রে ও ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা থাকবে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেবা সদনের আমূল সংস্কারের বিষয়ে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হন। তার পরেই কয়েক দফায় প্রশাসনের প্রতিনিধিদল সেবা সদন সরেজমিনে ঘুরে দেখেন।

প্রায় ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসা রিষড়া সেবাসদন ধীরে ধীরে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অভাবে রুগ্ন হতে থাকে। এ ভাবে চলতে চলতে ২০২০য় ধীরে ধীরে প্রসূতি, শিশু, শল্য; সমস্ত বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। কর্মীদের বেতন অনিয়মিত হয়ে পড়ায় চিকিৎসা পরিষেবা প্রথমে লাটে ওঠে, তার পর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ঐতিহ্যবাহী ওই চিকিৎসাকেন্দ্র। কর্মীদের আন্দোলনেও তেমন লাভ হয়নি।

২০২১ সালে হুগলি জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিষড়া সেবা সদনকে অধিগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। শ্রীরামপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত রায় বলেন, 'বাম জমানায় পরিকল্পিত ভাবে সেবা সদনকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেবা সদনের অনেক জট ছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে সেবা সদন হাসপাতালকে নতুন ভাবে সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

২০২২ সালে রিষড়া সেবা সদনকে শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালের অ্যানেক্স ভবন হিসেবে সংযুক্ত করার বিষয়েও প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা হয়েছিল। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আমূল সংস্কার করছেন। এই কাজ সেগুলোর অন্যতম।' নতুন ভাবে সেবা সদন চালু করার বিষয়ে সরকারি উদ্যোগে স্বভাবতই আশার আলো দেখছেন রিষড়াবাসী।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি সামলাতে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী-জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: বাংলাদেশে বিপন্ন হিন্দুরা। সংখ্যালঘু ও হিন্দুদের সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে। এবার সেই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক সারলেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সূত্রের বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হিংসার ঘটনা নিয়ে বর্তমান কী পরিস্থিতি তা প্রধানমন্ত্রীকে এই দিন বিশদে জানান জয়শঙ্কর।

আঘাত নেমে আসছে হিন্দুদের উপরে, এই অভিযোগ উঠেছে বার বার। সম্প্রতি বাংলাদেশে সাধু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস গ্রেপ্তারের পরেই ফের উত্তাল হয়ে উঠেছে পদ্মাপাড়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। সংখ্যালঘু এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কড়া বার্তা দিয়ে চিঠি লেখা হয়েছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকেও।

জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ ছাড়াও, জি৭ বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে তাও সংক্ষেপে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, ২৪-২৬ নভেম্বর ইতালিতে বৈঠক সেরে দেশে ফিরেছেন জয়শঙ্কর। ইতালিতে, আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইউক্রেন-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হিংসার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বিদেশমন্ত্রীর বৈঠক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই বার বার প্রশ্নের মুখে পড়েছে তাঁদের সুরক্ষা। প্রায় ২০০ টির বেশি হামলার সম্মুখীন হয়েছে সংখ্যালঘুরা।

কিছুদিন আগেই, অক্টোবরে এক সমাবেশে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় ঢাকা বিমানবন্দরে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। তারপরেই নতুন করে অশান্ত হয়েছে বাংলাদেশ। কোর্ট তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। চট্টগ্রামে আদালতের বাইরে বিক্ষোভের মুখে পড়ে এক মুসলিম আইনজীবী নিহত হয়েছেন। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে ছয় সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ইস্কনকে 'ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন' বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিল ইউনূস সরকার। যদিও সেই দাবি খারিজ হয়ে গিয়েছে হাইকোর্টে।

ইয়াসিন মালিকের মামলা দিল্লিতে স্থানান্তর করতে চায় সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ায় অভিযুক্ত কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিকের মামলা জম্মু থেকে দিল্লিতে সরিয়ে আনতে চাইছে সিবিআই। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। বর্তমানে জম্মুর এক নিম্ন আদালতে ইয়াসিনের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি চলছে। ওই মামলায় জম্মুর আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ইয়াসিনকে সশরীরে আদালতে পেশ করতে হবে। কিন্তু ইয়াসিন বর্তমানে দিল্লির তিহাড় জেলে বন্দি। জম্মুর আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল মেহতা। তিনি জানান, তিহাড় জেলের ভিতরে আদালতের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী ভিডিয়ো কনফারেন্সের ব্যবস্থাও রয়েছে। অপহরণ এবং খুনের মামলায় অভিযুক্ত ইয়াসিন। ১৯৮৯ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের কন্যা রুবিয়া সঈদকে অপহরণের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ১৯৯০ সালে শ্রীনগরের কাছে ভারতীয় বায়ুসেনার চার জওয়ানকে খুনের মামলাতেও মূল অভিযুক্ত তিনি। ইয়াসিনের মামলা জম্মু থেকে অন্যত্র স্থানান্তরের বিষয়ে সিবিআইয়ের আর্জির বিষয়ে অভিযুক্ত-সহ সব পক্ষকে নোটিস পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ্র বেঞ্চ। আগামী ১৮ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্সে নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ

ভোপাল, ২৮ নভেম্বর: চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্সে এক নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ মধ্যপ্রদেশের মৌগঞ্জ জেলায়। ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার। বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে এক জন ওই অ্যাম্বুল্যান্সের চালক এবং অপর জন তাঁর সঙ্গী। নির্যাতিতার অভিযোগ, ধৃতেরা একটি 'জননী এক্সপ্রেস' অ্যাম্বুল্যান্সে তাকে অপহরণ এবং গণধর্ষণ করে। বস্তুত, বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় মধ্যপ্রদেশ সরকার 'জননী এক্সপ্রেস' অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দিয়ে থাকে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৌগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে হনুমান থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। সোমবার ওই ঘটনার পর বছর ষোলোর ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যেরা থানায় অভিযোগ জানান। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় অ্যাম্বুল্যান্সের চালক এবং তাঁর এক সঙ্গীকে। অভিযুক্তেরা উভয়েই মৌগঞ্জ জেলার নয়গড়ি এলাকার বাসিন্দা। যা হনুমান থানা এলাকা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে।

মৌগঞ্জের পুলিশ সুপার স্বর্ণ ঠাকুর জানিয়েছেন, নির্যাতিতার গণধর্ষণের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। তার শারীরিক পরীক্ষাও করানো হয়। শারীরিক পরীক্ষায় ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

যদিও 'জননী এক্সপ্রেস' অ্যাম্বুল্যান্সের বিষয়ে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করেনি মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। পিপিপি মডেলে বেসরকারি সংস্থার সাহায্যে এই অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেয় মধ্যপ্রদেশ সরকার। প্রসূতি, অসুস্থ শিশু এবং দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষদের জন্য এই পরিষেবা দিয়ে থাকে সে রাজ্যের সরকার। এক মাস আগেই মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলায় এক নববিবাহিতাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল।

বরফাচ্ছন্ন দক্ষিণ কোরিয়া, বাতিল বহু উড়ান। জানা যাচ্ছে, এবছর নভেম্বরে রেকর্ড বরফ পরেছে।

উত্তরপ্রদেশে নার্সকে গণধর্ষণ করে যৌনাঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো

লখনউ, ২৮ নভেম্বর: উত্তরপ্রদেশের জালাউনে এক নার্সকে গণধর্ষণের অভিযোগ। নির্যাতিতার স্বামীর দাবি, তাঁর স্ত্রীর যৌনাঙ্গে লাঠি, লঙ্কার গুঁড়ো প্রবেশ করানো হয়েছে। সে সময় চার জন তাঁকে চেপে ধরেছিলেন। যদিও পুলিশের দাবি, গ্রামেরই এক জনের সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল নার্সের। ওই ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবার মারধর করেছেন নির্যাতিতাকে। তবে নির্যাতিতা গুরুতর কিছু অভিযোগ করেছেন, যার ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

নির্যাতিতার স্বামী জানিয়েছেন, চারখি থানার অন্তর্গত এলাকায় নার্সিং কর্মী হিসাবে কাজ করেন তরুণী। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ স্কুটারে চেপে কাজে যাচ্ছিলেন তিনি। পথে কয়েক জন তাঁর উপর চড়াও হন। তার পরে তাঁকে ঝোপে টেনে নিয়ে যান। ওই তরুণের কথায়, 'আমার স্ত্রী কাজে যাচ্ছিলেন। তখনই এই কাণ্ড হয়েছে। তিনি ফোন করে বিষয়টি আমাকে বলেন। এক ব্যক্তি, তাঁর ভাগ্নে এবং কয়েক জন আত্মীয় মারধর করেছেন ওঁকে। চার জন ওঁকে চেপে ধরে রেখেছিলেন, দু'জন গণধর্ষণ করেছেন।' নির্যাতিতার স্বামীর আরও অভিযোগ, তরুণীর যৌনাঙ্গে লাঠি, লঙ্কার গুঁড়ো প্রবেশ করানো হয়েছে। তাঁকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নিয়ে গিয়েছে পুলিশ।

জালাউন পুলিশের অতিরিক্ত সুপার প্রদীপকুমার বর্মা জানিয়েছেন, এক মহিলাকে মারধরের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

ট্রাম্পের মনোনীত মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি, উদ্বিগ্ন হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ২৮ নভেম্বর: ক্ষমতায় এসেই হোয়াইট হাউসের খোলনোলচে বদলে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন পছন্দের মন্ত্রিসভা সদস্য তথা প্রশাসনিক কর্তাদের নাম। সেই তাঁদের প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে খবর। বোমা হামলা চালিয়ে প্রাণনাশের হুমকির ঘটনায় উদ্বিগ্ন ট্রাম্পের সঙ্গীরা। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে একটি সভায় হামলা হয়েছিল খোদ ট্রাম্পের উপরে। ফলে এই হুমকিকে হালকা ভাবে নেওয়া হচ্ছে না। ইতিমধ্যে তদন্তে নেমেছে এফবিআই। এফবিআই জানিয়েছে, ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার মনোনীতদের মঙ্গলবার রাত এবং বুধবার সকালে হুমকি দেওয়া হয়েছে। বোমা হামলার পাশাপাশি 'সোয়াটিং' অর্থাৎ ভুয়ো ফোনকল করে বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে হয়রানি করারও হুমকি দেওয়া হয়েছে। এফবিআইয়ের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রশাসনিক কর্তাদের দেওয়া হুমকিগুলোকে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। ইতিমধ্যে হুমকিদাতাদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রয়োজনে নিরাপত্তা বাড়ানো হবে, যাঁরা হুমকি পেয়েছেন তাঁদের।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, হুমকি ফোন পেয়েছেন এলিস স্টেফানিক। যাঁকে ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত হিসাবে মনোনীত করেছেন ট্রাম্প। হুমকি পেয়েছেন লি জেলডিন, যাঁকে পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার প্রধান পদের জন্য বেছে নিয়েছেন ট্রাম্প। বাকিদের নাম এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। কারা হুমকি দিয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, গত ১৩ জুলাই পেনসিলভেনিয়ার জনসভায় প্রাণঘাতী হামলা হয় ট্রাম্পের উপরে। সেদিন অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর ডান কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায় গুলি।

ইউক্রেনের হামলার জবাব, কিয়েভের বিদ্যুৎকেন্দ্রে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা মস্কোর

মস্কো, ২৮ নভেম্বর: ইউক্রেনের প্রবল শীতই এখন হাতিয়ার রাশিয়ার! বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে এমন জায়গাতেই বেছে বেছে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রুশ ফৌজ। এই হামলার জেরে এখন অন্ধকারে ডুবে ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ এলাকা। বন্ধ পানীয় জলের লাইনও। কনকনে ঠান্ডায় সমস্যায় পড়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। রাশিয়ার এই আক্রমণের কড়া নিন্দা জানিয়েছে কিয়েভ। পাশাপাশি বেশ কিছু পরমাণু কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে ইউক্রেনীয় প্রশাসন।

১০০০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। কিন্তু এতটুকুও বদলায়নি রণক্ষেত্রের ছবি। হামলা পালটা হামলা, রক্তপাত, হানাহানি সব কিছু নিয়েই বজায় রয়েছে যুদ্ধের ঝাঁজ। এই মুহূর্তে শীতে কাঁপছে ইউক্রেন। আর এই সময়টাকেই হাতিয়ার করেম হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, বুধবার রাতে পশ্চিম ইউক্রেনের লভিভ, জাইটোমির-সহ বিভিন্ন শহরে আছড়ে পরে প্রায় দুশোর কাছাকাছি মিসাইল। যা আঘাত হানে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন লক্ষ লক্ষ মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিয়েভের বিদ্যুৎকেন্দ্রও। জল সরবরাহ হচ্ছে না বেশ কিছু এলাকায়। এই হামলার প্রভাব পড়েছে ইউক্রেনের দক্ষিণ শহর খেরসনেও। সেখানকার একাধিক অঞ্চলও এই মুহূর্তে অন্ধকারের গ্রাসে। বিদ্যুৎ না থাকায় সরবরাহ হচ্ছে না জল। বৃহস্পতিবার সকালে মিসাইল ও সাইরেনের বিকট শব্দে ঘুম ভেঙেছে কাতেরিনা মালোফিয়েভা নামে এক সাংবাদিকের। নিজের অভিজ্ঞতার কথা সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি। যদিও ইউক্রেনীয় সেনার দাবি আছড়ে পড়ার আগে বেশিরভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়। রাশিয়ার এই 'বেনজির' হামলা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, আমাদের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে টার্গেট করেছে ওরা। বেছে বেছে এইসব জায়গাগুলোতেই হামলা চালানো হয়েছে। এদিকে এই হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছে মস্কো। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে ইউক্রেন যে হামলা চালিয়েছিল এটা তার জবাব। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার জন্য বেশ কিছু পারমাণবিক কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে ইউক্রেন। বিশ্লেষকদের মতে, এই যুদ্ধে রাশিয়ার অন্যতম অস্ত্র হচ্ছে শীত। এখন কিয়েভে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে। ফলে ঘর গরম রাখতে ও জলের পাইপগুলিকে সচল রাখতে বিদ্যুতের প্রয়োজন। সেই দুর্বল জায়গাতেই আঘাত করছে রাশিয়া। ফলে ইউক্রেনের লক্ষ লক্ষ নাগরিক বিদ্যুৎ সঙ্কটের মুখে পড়ছেন। এভাবে জনতার মনোবল ভাঙতে চাইছে পুতিন বাহিনী। শুধু তাই নয়, ঠান্ডায় ইউক্রেনীয় বাহিনীকে ঘিরে ফেলার একটি পরিকল্পনাও করছে রুশ সেনা। এনিয়ে জেলেনস্কিকে সতর্ক করে অনেকেই বলছে, ঠান্ডার জেরেই নেপোলিয়নকে রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই হারতে হয়েছিল। একইভাবে 'জেনারেল উইন্টার'-এর দাপটে বিপর্যস্ত হয়েছিল নাৎসি বাহিনী। তাই শীতের মরশুমে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - **05/ GGP/15 Th. CFC (TIED)/ 2024-25 & 06/ GGP/ 5Th. SFC (TIED)/ 2024-25** With Vide Memo No. **355/ GGP/2024-25, 356/ GGP/ 2024-25** Dated: - **27-11-2024,** The Last date for online submission of tender is **04/12/2024 upto 03.00 P.M.** For details please visit website: **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan Ghoshpara Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Chakdaha Municipality
NOTICE
A Corrigendum regarding Tender Cancellation have been published for Tender ref. **No-WBMAD/CM/WS/NIT NO 3/2024-25 & Tender ID 2024_MAD_760230_1.** For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

Tender Notice
NIT No.31/24-25.dt.27/11/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 3 nos) Total Amount Rs. 13,50,681.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 05/12/2024 upto 12-00p.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in)**
Sd/- E.O
Chapra Pan Samity, Nadia

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites Quotation vide Quotation No. **Spot N.I.Q. NO: 08/ Server Room (AC Machine)/ C.M/ 2024- 2025,DATED:27-11-2024** for shifting and installation A.C Machine for New Municipality Building. For further information please visit Chakdaha municipal office or Municipal office notice board.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (সিওএন), গার্ডেন রিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩, নিম্নলিখিত কাজের জন্য: **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৪৫৪৫-জিআরসি-সিই-সি-এইচকিউ-৬৭-২০২৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) মোডে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনে হাওড়া-খড়গপুর রুটে ডাইভার্টেড এলাইনমেন্টে, উভয় এপরোচে (১১x৩০.৫মি) কম্পোসিট গার্ডারে ভায়াডাক্ট + ১৫x৩০.৫এম কম্পোসিট গার্ডার এবং এলিভেটেড প্ল্যাটফর্ম নং ১ এবং ২ -এ কোলাঘাট স্টেশন সহ ডাউন এবং মিডল লাইনের জন্য (২x৩০.৫এম ওডব্লিউজি + ৭x৯১.৪ এম ওডব্লিউজি + ২x৩০.৫এম ওডব্লিউজি) রূপনারায়ণ নদীর উপর গুরুত্বপূর্ণ সেতু নং. ৫৭ নির্মাণের জন্য প্রস্তাবের অনুরোধ। **আনুমানিক মূল্য:** ₹৫৯৩.৩২/- কোটি। **সমাপ্তির সময়কাল :** ৩০ মাস। **বিড সিকিউরিটি:** ₹২,০০,০০,০০০/-। **বন্ধের তারিখ:** ১৭.০১.২০২৫ তারিখে ১২.০০ টার মধ্যে (আইএসটি)। **প্রি-বিড মিটিং:** তারিখ: ১৬.১২.২০২৪। সময়: ১২.০০ টায়। **স্থান:** চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (সিওএন) -এর অফিস, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩। আগ্রহী দরপত্রদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোন অবস্থাতেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য: "অন্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন"।** (PR-841)

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 62/PW/Eng/24 Dt. 27.11.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC
SE, Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 66/PW/Eng/24 dt. 28.11.24 N.I.E. ET. No. 67/PW/Eng/24 dt. 28.11.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC.
SE, Asansol Municipal Corporation

NIT No. SFDC/MD/NIT-11(e)/2024-25
SFDC Ltd. Invites a tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work "Day to Day Preventive, Corrective & Routine Maintenance of entire Electrical Installation at Nalban Food Park, Salt Lake, Sec.-IV". Last date of (online) bid submission on **09/12/2024 up to 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **11/12/2024 at 4.00 p.m.** For details please visit our website - **www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/349/24-25/ 2nd Call Dated 27.11.2024	Estimate for The Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain from Nandan apartment to Welkin medical under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,64,561.00
WBMAD/ULB/RSM/350/24-25/ 2nd Call Dated 27.11.2024	Estimate for The Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain from Monoj Ghosh's House to Prabir Kundu house at Harimati Sarani under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,59,284.00

Bid Submission end date: **07.12.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** *Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality*

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ওপেন জিইএম টেন্ডার
নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ঃ ২৫/১১/২০২৪। নিম্নলিখিত *ই-টেন্ডারগুলি* লিঙ্ক **www.ireps.gov.in**-এর অধীনে দেখতে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ই-টেন্ডার কেবলমাত্র বৈদ্যুতিনভাবে লিঙ্ক **www.ireps.gov.in→ login→E-Tender Stores/Supply**-এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে। ভেন্ডররা কোনো নির্দিষ্ট টেন্ডার বা আইআরইপিএস সংক্রান্ত তথ্য বিষয়ে বিশদ জিজ্ঞাসা, যদি থাকে, উত্তর পেতে নিম্নোক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ঃ ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ বা এসএমএম/সিওএন/এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। **অফিসের ঠিকানা ঃ** পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস। **ক্রমিক নম্বর; টেন্ডার নম্বর; উপকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ;পরিমাণ; বায়নামূল্য জমা (টাকা); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.)** নিম্নরূপ ঃ **[১]; জিইএম/২০২৪/বি/৫৬০২৫৩২;** ইএনত-৭+এ১:২০০৭ অনুযায়ী কম্পোজিট এমএফসিএফ-১০ (এবিসি), ক্ষমতা-৬ কেজি টাইপ বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক। (জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৪/বি/৫৬০২৫৩২ তারিখ ১৮.১১.২৪ অনুযায়ী); **২০০.০০টি;** ১,৯২,৫০০.০০ টাকা; **১৬.১২. ২০২৪ তারিখে সন্ধ্যা ৬টা। [২]; জিইএম/২০২৪/বি/৫৬১৩১২৯;** আইএস ৭০৯৮ (পার্ট ১) অনুযায়ী ১.১ কেভি পর্যন্ত ওয়ার্কিং ভোল্টেজের জন্য এক্সএলপিই কেবল (৫০০০ মিটার)। (জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৪/বি/ ৫৬১৩১২৯ তারিখ ২০.১১.২৪ অনুযায়ী); **৫০০০.০০ মিটার;** ২,১৯,০০০.০০ টাকা; **১৮.১২. ২০২৪ তারিখে সন্ধ্যা ৭টা।**
[PR4/716] পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

পূর্ব রেলওয়ে
নং. ইএল/৫০/টেন্ডার/৬৪/২২৭৩, তারিখ ঃ ২৬.১১.২০২৪; সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক প্রখ্যাত টেন্ডারদাতা যাঁদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স আছে এবং নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করার আর্থিক যোগ্যতা সম্পন্ন তাঁদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-৬৪-২৪; স্থান সহ কাজের নামঃ** আসানসোল ডিভিসন - আসানসোল ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে (আসানসোল, কুমারডুবি, কুলটি, মুগমা, কালুবাথান, ছোটা আমবোনা, বরাকর, রানীগঞ্জ, পানাগড়, সালানপুর)-এ আলোকিতকরণ ব্যবস্থার বৃদ্ধিঃ; **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৬৪,৬০,৬৩৭.১৪ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **বায়না অর্থঃ** ২,৩২,৩০০.০০ টাকা; **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২০.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৯ মাস। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে। (ASN-247/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting e-Tender for Civil Works for conversion of Ground Floor to Guest Rooms / Dormitories of the Purulia District Office Building of The WBSCARD Bank Ltd. located at Collectorate Compound, Beside DIC Building, P.O. & Dist.- Purulia, Pin – 723101 (R & B) (S & P), is invited under **memo no. 45/Admn./1437 dated November 25, 2024** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2024_SCARD_774647_1** from eligible/bonafide and resourceful Contractors/ reputed Engineering Firms/ Companies/Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials. The last date for submission/uploading of Bid through online is **December 12, 2024**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**
November 27, 2024 **Sd/- Managing Director**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ কাজের নামঃ "মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার সেন্ট্রাল থেকে বেলগাছিয়া স্টেশন পর্যন্ত ডিসপার্সাল গেটের সার্বিক সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন এবং সেন্ট্রাল থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত যাত্রীদের সুবিধার্থে মেট্রো রেলওয়ের বিভিন্ন অবস্থানে ডিপ টিউব ওয়েল-এর সংস্থান ও স্থাপন।" **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,৪৩,৬৪,৩০৯.৪১ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৭১,৮০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২০.১২.২০২৪, দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫০২-২০২৪ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/023(e)/2024-25dt27.11.2024
1. Renovation Of Rigid Pavement with Mastic Asphalt at R.P.M. Road Off-shoot near Uma Nibahs in ward no 19. 2. Estimate for Restoration-Renovation of Road at Sukanta Nagar Govt. Colony from RamkrishnaAsram to the jn.of B.M. Saha Road and Debaipukur Road in Ward no 4. 3. Renovation Of Rigid Pavement with Mastic Asphalt at Birla Roadand Offshoot in ward no 22 & 23. 4. Estimate for Restoration-Renovation of Road at Haripikur Govt.Colony and besides of Udyanpally Park in Ward no. 1. 5. Estimate for Concrete road at Makaltala (Bahurupi Math) Near the House of Ganesh Das to Mira Das in Ward no 21. 6. Estimate for Concrete road at Makaltala (Bahurupi Math) Near theHouse of AshimaMondal in Ward no 21. 7. Estimate for Concrete road at Makaltala (Pekara) Near the House of SouvikMondal in Ward no 21. 8. Estimate for Concrete road at Makaltala (Hanuman Para) in Ward no 21. 9. Construction of Concrete Road and Drain at RamlalDutta Lane in ward no-11 under Uttarpara-Kotrung Municipality.
Bid Submission Closing Date: **16/12/2024**
For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman, U.K. Municipality**

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 168, KOLKATA, FRIDAY, 29 NOVEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৯ নভেম্বর, ২০২৪

জয়ের কাছে অনুরোধ পাকিস্তানের

শাহ দায়িত্ব নেওয়ার আগেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঝে আর দুটো দিন। ১ ডিসেম্বর, রবিবার থেকে আইসিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেবেন জয় শাহ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব এ বার বসবেন বিশ্ব ক্রিকেটের মসনদে। এ দিকে আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজন ঘিরে বিতর্ক এখনও শেষ হয়নি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানেই হবে কি না তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি আইসিসি। শুক্রবার রয়েছে আইসিসির বৈঠক। সেখানেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। সেই বৈঠকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে উপস্থিত থাকবেন শাহ। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পাকিস্তান বোর্ডও বুঝতে পারছে যে শাহই আসল লোক। সেই কারণে আগে থেকেই শাহের কাছে আর্জি জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি।

২০২৩ সালে এশিয়া কাপের আগেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানে খেলতে যেতে চায়নি ভারত। সেই সময় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন শাহ। তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, হাইব্রিড মডেলে প্রতিযোগিতা হবে। ভারত তাদের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় খেলে। বাকি ম্যাচগুলি হয় পাকিস্তানে। শ্রীলঙ্কাতেই হয় ফাইনাল। হাইব্রিড মডেলে হলেও প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানই ছিল। ফলে লাভের টাকা পেয়েছিল তারা। ১৯৯৬ সালের পর এই প্রথম আইসিসির কোনও প্রতিযোগিতার আয়োজক পাকিস্তান। করাচি, লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডির স্টেডিয়ামগুলির সংস্কারের কাজ শুরু করেছে পিসিবি। বিপুল বিনিয়োগ করেছে তারা। এই

পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতা না হলে ক্ষতি হবে পাকিস্তানের। মুখ পুড়বে তাদের। সেটা যাতে না হয় তার চেষ্টাই করছে পাকিস্তান।

পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান নকভি অনুরোধ করেছেন, শাহ যেন বিশ্ব ক্রিকেটের কথা ভাবেন। তিনি বলেন, ৩ডিসেম্বরে জয় শাহ দায়িত্ব নেবেন। আমি নিশ্চিত বিসিসিআই থেকে আইসিসিতে যাওয়ার পর উনি আইসিসির লাভ নিয়ে ভাববেন। ওঁর সেটাই করা উচিত। যখন কেউ কোনও দায়িত্ব নেন, তখন তাঁর উচিত সেই সংগঠনের লাভের কথা ভাবা। আমার অনুরোধ, উনি নতুন দায়িত্ব নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের কথা ভাবুন।দ নকভিরা মনে করছেন, যদি পরবর্তী কালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে কোনও সমস্যা হয় তা হলে শাহ সেই সমস্যা মেটানোর ক্ষমতা রাখেন। কারণ, ভারতীয় বোর্ডের সচিব থাকাকালীনও আইসিসির বিভিন্ন সিদ্ধান্তে প্রভাব থাকত শাহের। তাঁর ক্ষমতার কথা পাকিস্তানের জানা। সেই কারণে শাহ দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতিযোগিতা আয়োজনে সমস্যা হবে না বলে মনে করছে পাক বোর্ড। আশার আলো দেখছে তারা। তাই আগে থেকেই অনুরোধ করেছেন নকভি।

পাকিস্তানের জনগণকে নকভি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের জন্য যত দূর যেতে হয় তাঁরা যাবেন। পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, তআমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যাতে পাকিস্তানেই হয় তার আপ্রাণ চেষ্টা করব। আইসিসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। আমরা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি। গত বছর ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আমরা গিয়েছি। তা হলে ভারতের সমস্যা কিসের? ওদের এই দাবি মেনে নেওয়া যায় না। পাশাপাশি লিখিত ভাবেও ওরা আমাদের কিছু জানায়নি।

আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হওয়ার কথা। কিন্তু ভারত প্রথম থেকেই জানিয়ে দিয়েছে, সেখানে খেলতে যাবে না তারা। ২০০৮ সালের পর থেকে পাকিস্তানে খেলতে যায়নি ভারত। তারা আইসিসিকে অনুরোধ করেছে অন্য কোনও দেশে খেলা সরাতে। না হলে অন্তত হাইব্রিড মডেলে খেলার আয়োজন করার অনুরোধ করেছে বিসিসিআই। তবে পাকিস্তান নিজেদের দাবিতে অনড়। আইসিসি সূত্রে খবর, হাইব্রিড মডেলে রাজি করানোর জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ পিসিবিকে প্রায় ৫৯১ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তাদের রাজি করানোই এখন মূল চ্যালেঞ্জ আইসিসি কর্তাদের। সেই বৈঠকের আগেই শাহের দরজায় পৌঁছে গেল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে সরগরম ময়দান

বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদে দৌড়ে থাকা দুই প্রার্থী চন্দন রায় চৌধুরী (ডানদিকে), স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায় (বামদিকে)

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

আজ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। নির্বাচন হচ্ছেই। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে তার প্রস্তুতি চূড়ান্ত। এই নির্বাচনে কোনও অঘটন না ঘটলে এবার বিএইচএ'র পর বিওএ'র মসনদও হাতছাড়া হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আর তা হলে, একযুগ পর বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে আর দেখা যাবে না তাঁকে। কয়েকদিন আগেই বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদ খুঁইয়েছেন তিনি। তাঁর জায়গায় নতুন সভাপতি হয়েছেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। এবার বিওএ'র সভাপতির পদও নির্বাচনের জেরে টলমল! কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ময়দানে পরিচিত মুখ চন্দন রায়চৌধুরী। ধারে-ভারে তিনি অনেকটাই এগিয়ে। কলকাতার অন্যতম আভিজাত্যপূর্ণ ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে তিনি দু'যুগেরও বেশি সচিব পদ সামলান। সেন্ট জেভিয়ার্সের প্রাক্তনী, বিশিষ্ট সাংবাদিকও। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে চন্দন রায়চৌধুরীকে সমর্থন করছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বোসের মত রাজনীতিবিদরাও। ফলে, দুই প্রার্থীর লড়াইয়ে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে হতে চলেছে হাইভোল্টেজ নির্বাচন। উল্লেখ্য, অতীতে বিওএ নির্বাচনে ইস্টবেঙ্গল মাঠে বিওএ-র নির্বাচনে মুখোমুখি লড়াই হয়েছিলেন এই দুই প্রার্থী। এবার অবশ্য পাশার দান ওল্টানোর সব হিসেবই মজুত চন্দন রায়চৌধুরীর। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী প্যানেলেই আবার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লড়াই করছেন বিশ্বরূপ দে। যিনি আবার কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা। হঠাৎ করে অবশ্য নয়, ময়দানের ছোট মাঠগুলোতে কান পাতলেই শোনা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন বিওএ'র স্বীকৃত সংস্থার কর্তারাই। কারণ, তিনি বিওএ'র প্রেসিডেন্ট পদ পেয়ে যতটা উজ্জ্বল, ততটাই অন্ধকারে তলিয়ে গেছে বাংলার মাইনর গেমস। অ্যাসোসিয়েশনগুলো আর্থিক অভাবে ধুঁকছে। তাঁর আমলেই বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন শতবর্ষ অতিক্রম করে। অথচ কোনও পূর্তি অনুষ্ঠান বা বিশেষ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজনই তিনি করতে পারেননি। শুধু কী তাই, শেষ দু'বছর ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে'রও আয়োজন করতে ব্যর্থ তিনি। চার বছরে কোনও বাড়তি আর্থিক অনুদানও দেয়নি রাজ্য সরকার। তাই ভাঁড়ার শূন্য, অ্যাথলিটও হারিয়ে গেছে। উল্টোদিকে সে'সব ব্যাপারে সোচ্চার না হয়ে দিব্যি বিওএ'র প্রেসিডেন্ট পদ ভাঙিয়ে বিদেশে দেখতে চলে গেছেন অলিম্পিক। একবার তো নয়, বারবারই তিনি বিদেশ গেছেন, ভিন রাজ্যে গেছেন এই পদ ভাঙিয়ে, তাই চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিওএ'র অন্দরেই। বিওএ নির্বাচন ঘিরে এরমধ্যেই শহরে চলে এসেছেন জেলার এক ক্রীড়া কর্তা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিনি তো সরাসরি বলেই দিলেন, 'বাবুনদাকে যে কারণে নিয়ে আসা হয়েছিল তার এক শতাংশও পূর্ণ করতে পারেননি তিনি। এতবছরে জেলায় গেছে হাতে গোনা মাত্র কয়েকবার।তাই বদল দরকার।' জেলা কেন, বাকি অধিকাংশ কর্তারই ক্ষোভ নামমাত্র বিওএ'তেই হাজির হন তিনি। তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁকে দেখা যায় ২৩ জানুয়ারি কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান শিবিরে। অনেক বেশি ব্যস্ততা দেখান প্রয়াত কিংবদন্তি ফুটবলার শৈলেন মান্নার জন্মদিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে।২০১২ সালে সহ সচিব হয়ে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে প্রথম পা রাখেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বাবুন। ২০১৬ সালে চন্দন রায় চৌধুরীকে এক ভোটে হারিয়ে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিবের পদে নির্বাচিত হন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বাবুন। এর পর ২০২০ সালে অজিত (ষষ্ঠী)বন্দ্যোপাধ্যায় কে হারিয়ে সভাপতির আসনে বসেন তিনি। তবে সহ -সচিব থেকে সচিব বা সভাপতি পদে বসে দীর্ঘ ১২ বছর অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষমতার অলিন্দে থাকলেও বাংলার অলিম্পিক গেমসের উন্নতি তো হয়নি শুধু মাত্র নিজের উন্নতি হয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তার কথায় পারিস অলিম্পিকে বিওএ এর সঙ্গে যুক্ত নয় এমন ব্যাক্তিকে ক্ষমতার অপব্যাবহার করে নিজের স্পনসর হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১২ বছরে ১২ বারেরও বেশি বিদেশ ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিওএ এর কর্তা হিসেবে ঘুরতে গেছেন বলে অভিযোগ বিরোধীদের। তিনি আবার মোহনবাগানের ফুটবল সচিব। আবার তাঁর কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনও এখন প্রিমিয়ারে খেলায় সেই ফুটবল নিয়েও ব্যস্ততা বেড়েছে। ফলে, কবাডি থেকে আর্চারি, সাঁতার থেকে অ্যাথলিট এ'সব নিয়ে ভাবার সময়ই পান না। বিওএ নির্বাচনে যে প্যানেল জমা দিয়েছেন তিনি, তাতেও ক্ষতে প্রলেপ দিতে চন্দন রায়চৌধুরীর প্যানেলে থাকা মাইনর গেমসে অভিজ্ঞ কর্তা রামানুজ মুখোপাধ্যায়, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়দের আবার নিজের প্যানেলেও রেখেছেন। যা নিয়েও কথা উঠেছে। এরমধ্যে আবার ঘৃতাহুতি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপানউতোর সম্পর্ক। সম্প্রতি যে লোকসভা নির্বাচন হয়েছে, সেখানেই প্রকাশ্যে চলে এসেছিল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর তরজা। যা লোকে ভাল চোখে দেখেনি। সবচেয়ে বড় কথা, এই বিওএ নির্বাচনে আবার কমিশনার পদে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিওএ'র অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, খোদ ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও বদলের পক্ষে। সব নিয়ে কোনঠাসা স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষসময়ে ওলোটপালট ঝড় না তুললে চেয়ার রাখা সত্যিই এখন দিবাস্বপ্ন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তা বলাই যায়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেখা করলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পারথ টেস্ট জয়ের আনন্দ তুলে রেখে এ বার মিশন অ্যাডিলেড নিয়ে ভারতের ভাবার পালা। ক্যানবেরায় পৌঁছে গিয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। সেখানে এ বার দিন দুয়েকের প্র্যাক্টিস ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া । তার আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেখা করলেন। পার্লামেন্ট হাউসে গিয়ে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা টিমের সকলের সঙ্গে পরিচয় করান অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর। সেখানেই বিরাট কোহলির সঙ্গে হাসি-মজার কথোপকথন হয় অ্যালবানিজের। অজি প্রধানমন্ত্রীকে কোহলি বলে বসেন, 'আমি তো মশলা দেওয়ার চেষ্টা করিখ।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিয়োতে দেখা যায় রোহিত শর্মা একে একে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে অজি প্রধানমন্ত্রীর পরিচয় করাচ্ছেন। বিরাট কোহলির সামনে এসে অ্যান্থনি অ্যালবানিজ বলেন, 'পারথে দারুণ সময় কাটিয়েছ তুমি। মনে হচ্ছিল আমাদের কষ্টটা যেন যথেষ্ট ছিল না।' তাঁর একথা শেষ হতেই কোহলি হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি সব সময় কিছুটা মশলা দেওয়ার চেষ্টা করি।' এরপর দু'জনই হাসতে থাকেন।

ইন্সটাগ্রামে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী একাদশের ক্রিকেটাররাও রয়েছেন। সেই পোস্টের ক্যাপশনে অজি প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'এই সপ্তাহে সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। মানুকা ওভালে অসাধারণ ভারতীয় টিমের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে প্রধানমন্ত্রী একাদশ। তবে আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আগেই বলেছিলাম, জোরকদমে অজিদের সমর্থন করব আমি, যাতে ওরা জেতে।'

উল্লেখ্য, শুক্রবার ক্যানবেরায় প্র্যাক্টিস সেশন রয়েছে ভারতের। ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন রোহিত-বিরাটরা। এরপর ২ ডিসেম্বর অ্যাডিলেডের উদ্দেশে রওনা দেবে ভারতীয় টিম।

টাকা নয়, অন্য এক কারণে দিল্লি ছেড়েছেন পন্থ, খোলসা করলেন দলের মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের শুরু থেকে গত বার পর্যন্ত দিল্লি ক্যাপিটালসেই খেলেছেন ঋষভ পন্থ। হয়েছেন অধিনায়কও। কিন্তু এ বারের নিলামের আগে পন্থকে ধরে রাখেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। তখনই বোঝা গিয়েছিল পন্থ আর দিল্লিতে থাকতে চান না। নিলামে 'রাইট টু ম্যাচ কার্ড' ব্যবহার করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত নিজেদের পুরনো অধিনায়ককে কেনেনি তারা। কেন দিল্লি ছাড়লেন পন্থ? নেপথ্য কারণ খোলসা করলেন দলের মালিক পার্থ জিন্দল। জানিয়েছেন, টাকা নয়, দলের সঙ্গে অন্য একটি কারণে মতবিরোধ হয়েছিল পন্থের।

দিল্লি এ বারের আইপিএল থেকে দুই মালিক নীতি নিয়েছে। দলের মালিক জিএমআর ও জিএসডব্লিউ গোষ্ঠী। এত দিন দুই গোষ্ঠী যৌথ ভাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিল। এখন ঠিক হয়েছে, দু'বছর করে মালিকানা একটি গোষ্ঠীর কাছে থাকবে। আপাতত ২০২৭ সাল পর্যন্ত দিল্লি ক্যাপিটালসের দায়িত্ব রয়েছে জিএমআর গোষ্ঠীর কাছে। অন্য দিকে এই সময় মহিলাদের আইপিএলে দিল্লি দলের মালিকানা থাকবে জিএসডব্লিউ গোষ্ঠীর কাছে। সেই কারণে দিল্লির কোচিং দলও এ বার বদলে গিয়েছে। মালিকের সঙ্গে পন্থের চিন্তাভাবনা না মেলায় ক্রিকেটার দিল্লি ছেড়েছেন বলে জানিয়েছেন পার্থ।

নিলাম শেষে পার্থ বলেন, তআমাদের মতাদর্শের পার্থক্য হয়েছে। পন্থ যে ভাবে দল চালাতে চেয়েছিল, আমরা সে ভাবে চাইনি। এটাই প্রধান কারণ। টাকার জন্য পন্থ দল ছাড়েনি। টাকা কোনও দিনই

কোনও সমস্যা করেনি। আমাদের তিন জনের (পড়ুন পন্থ, পার্থ ও আর এক মালিক কিরণ গান্ধী) মতাদর্শ আলাদা। এখন কিরণ নিজের মতো করে দল চালাচ্ছে। পন্থের সেটা পছন্দ হয়নি। তাই ও শেষ পর্যন্ত দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।দ

টাকার জন্য যে পন্থ দল ছাড়েননি তা নিজেই সমাজমাধ্যমে জানিয়েছিলেন পন্থ। সুনীল গাওস্করের একটি পোস্টের জবাবে সে কথা জানিয়েছিলেন তিনি। পার্থ জানিয়েছেন, পন্থের আসল লক্ষ্য ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করা। তাই তিনি আইপিএলেও সে ভাবেই নেতৃত্ব দিতে চান। কিন্তু তাঁদের ভাবনা কোনও ভাবেই মিলছে না।

পন্থকে তিনি নিজের ছোট ভাইয়ের মতো ভালবাসেন বলে জানিয়েছে পার্থ। তাই তিনি দল ছেড়ে যাওয়ায় কষ্ট পেয়েছেন তিনি। পার্থ বলেন, তপন্থ আমার ছোট ভাইয়ের মতো। ওর লক্ষ্য ভারতের অধিনায়ক হওয়া। তার শুরুটা ও আইপিএল থেকে করতে চায়। ও আমাদের জানিয়ে দিয়েছিল, ও দল নিয়ে কী ভাবছে। সেই ভাবনা আমাদের সঙ্গে মেলেনি। তাই শেষ পর্যন্ত ও দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তকে আমরা সম্মান জানিয়েছি।

নিলামে পন্থকে নিতে মরিয়া ছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। তাঁর দাম ওঠে ২০ কোটি ৭৫ লক্ষ। সেই টাকায় রাইট টু ম্যাচ কার্ড ব্যবহার করে পন্থকে ধরে রাখতে চায় দিল্লি। তখন লখনউয়ের মালিক সঞ্জীব গোয়েন্ কা পন্থের দাম বাড়িয়ে ২৭ কোটি হাঁকেন। সেই টাকা দিতে রাজি হয়নি দিল্লি। ফলে আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে লখনউয়ে যান পন্থ।

আইপিএলে দল না পেয়ে মুখ খুললেন 'বিশৃঙ্খল' পৃথ্বী

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় দলে দীর্ঘ দিন ব্রাত্য তিনি। আইপিএলের এ বারের নিলামেও কোনও দল তাঁকে কেনেনি। বার বার বিতর্কে জড়িয়েছেন। পুলিশে মামলা পর্যন্ত হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। আইপিএলে জায়গা না পেয়ে অবশেষে মুখ খুললেন ভারতীয় ব্যাটার। সমাজমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে যে মশকরা হয় তাতে তিনি কতটা কষ্ট পান, সেই কথা জানিয়েছেন পন্থ।

একটি ভিডিয়ো বার্তায় মুখ খুলেছেন পন্থ। তিনি জানিয়েছেন, সমাজমাধ্যমে যাঁরা তাঁকে নিয়ে মশকরা করেন, তাঁদের কাউকেই তিনি চেনেন না। তাঁরাও কেউ তাঁকে অনুসরণ করে না। কিন্তু তার পরেও মশকরা চলতেই থাকে। তিনি বলেন, তওরা আমার অনুসরণকারীদের তালিকায় নেই। কিন্তু তার পরেও আমাকে নিয়ে মশকরা করে। তার মানে ওরা আমার দিকে নজর রাখছি। আমি কী করছি সেই খবর রাখে।

বেশির ভাগ মশকরা তিনি সহ্য করে নিলেও কখনও কখনও তাঁর কষ্ট হয়। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারেন না পৃথ্বী। ভারতীয় ব্যাটার বলেন, তআমাকে নিয়ে মশকরা করলে বা মিম বানালে আমিও দেখি। কিছু কিছু বিষয় খুব নিম্নরুচির হয়। আমারও তো কষ্ট হয়। ভাবি আমি কী ভুল করেছি? কেন আমাকে নিয়ে এত মশকরা হচ্ছে? কিন্তু আমি কাউকে বলতে পারি না। রাস্তায় কেউ আমাকে দেখলেই ভাবে আমি অনুশীলন না করে এখানে কী করছি। তারা জানেই না আমি সারা দিনে কী করি। সব কিছু ভেবে নেয়।দ

কয়েক দিন আগে পৃথ্বীর একটি নাচের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল।

অনেকে মন্তব্য করেছিলেন, এই সব না করে অনুশীলন করলে তিনি জাতীয় দলে জায়গা পেতেন। সেই ভিডিয়ো নিয়েও মুখ খুলেছেন পৃথ্বী। ভারতীয় ব্যাটার বলেন, তআমার জন্মদিন ছিল। তাই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম। তাতেও সকলের সমস্যা। আমি শুধু ভাবি, কী এমন ভুল আমি করলাম।

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পরে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠেছিল পৃথ্বীর বিরুদ্ধে। তাঁর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে। ব্যাটে রানও ছিল না। গত বার আইপিএল দিল্লির হয়ে কয়েকটি ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মাঝে এক অভিনেত্রী পৃথ্বীর বিরুদ্ধে থানায় হেনস্থার অভিযোগ করেছিলেন। সেই ঘটনা নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। অবশেষে মুখ খুললেন পৃথ্বী।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**